

এজ অফ ডার্ক ফিতনা

Age of dark feetnaah

অন্ধকার ফিতনার যুগ

২য় খণ্ড

রুহ মোহম্মদ

এজ অফ ডার্ক ফিতনা

Age of dark feetnaah

অন্ধকার ফিতনার যুগ

২য় খণ্ড

Rooh Maahmood

নাহমাদুল্ ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিমা

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিমা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

যারা এজ অফ ডার্ক ফিতনার ১ম খন্ড পড়েছেন, তারা ভালো করেই জানেন যে সেটা ছিল আমার বিচ্ছিন্ন লিখাগুলোর একত্রীকরণ। এটাও একই রকম। অর্থাৎ, আমি বিভিন্ন সময়ে ফেসবুকে যা লিখেছি, তা এখানে একত্র করে একটি পিডিএফ বানিয়েছি।

আর আপ্যারা যারা আমার পুরান পাঠক, তারা তো আমার লিখার ধরনের সাথে খুব পরিচিত। তাই তাদের জন্য নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে নতুন পাঠকদেরকে বলব, আগে আমার পূর্ববর্তী বইগুলো পড়তো তাহলে আমার লিখার ধরন ও উদ্দেশ্য খুব ভাল করে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আবার সরাসরি যদি এই বইটা পড়েন, তাতেও অসুবিধা নেই। কারন এখানে খুব জটিল কিছু নেই। বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হবে বলে মনে হয়না ইনশাআল্লাহ। তবে নতুন পাঠকদের জন্য এতটুকু বলে রাখা ভাল যে, আমি খুব সাবলীল অ স্বাভাবিক ভাষায় লিখি। আমার লিখায় কোন সাহিত্যিক মান নেই। একদমি সাধারণ ভাষায় লিখে পাঠকের সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করি। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। সবার কাছে দোয়ার দরখাস্ত।

-রুহ মাহমুদ-

২১-১১-২১

সূচিপত্র

অধ্যায় – ১: (করোনা ও লকডাউনের ফেত্বা)

করোনার ফাঁদ পেতে ইমাম মাহদীকে গ্রেফতারের পায়তারা:

গরুর মাস্ক ও মানুষের মাস্কঃ

লকডাউনের দ্বারা ডিকলোনাইজেশন:

জ্বর, সর্দি, কাশি, শাসকষ্ট ও করোনা ফোবিয়া:

অধ্যায় – ২ (দাজ্জাল ও প্রযুক্তির ভেঙ্কি)

দাজ্জালের টেকনোলজিক্যাল ভেলকি:

মেটাভার্স এ ভার্চুয়াল এবাদত??

অধ্যায় - ৩: (সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি)

সিগারেট ও জাহান্নাম:

একজন এমবিবিএস ডাকাত ও তার সহকারী:

কেউ কি আমার মাসনা (২য় বৌ) হবেন?

(বরপক্ষ, কনে পক্ষ): কে কাকে দেখতে যাবে?

স্ত্রী সমাচার: (ওয়াইফ বনাম যাওজাহ্)

দাড়ি রাখার বয়স কোনটি?

দ্বীন বিক্রয়:

অধ্যায় - ৪: (স্যাটানিক রিচুয়াল ও এক্টিভিটিস)

ওম্ব ঘোস্ট (গর্ভের শয়তান):

ওরা ৭৫০ কোটি মানুষ মেরে ফেলতে চায়:

কোকা কোলা, নাকি বিষ (slow poison)???

রেড রোজ রিচুয়াল / লাল গোলাপ তন্ত্র:

শয়তানের ডিম ও জন কাটার মুভি:

স্টারদের দ্বারা জাহান্নামে যাওয়ার দাওয়াত:

অধ্যায় - ৫: (সত্যের মোড়কে মিথ্যা)

কাবা বনাম ব্ল্যাক কিউব:

প্রচলিত ক্যালেন্ডারের (সময় বিভ্রান্তি) ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ :

কাফ ফা রা (KFR) কাফির এর বিশ্লেষণ:

কুরআন কি অবৈজ্ঞানিক?

গোপন সরকার:

নাস্তিকরা ইসলামকে ঠিকই বুঝেছে, উল্টো মুসলিমরাই বুঝেনি:

পপুলেশন ব্লাস্ট হোয়াক্স:

হামাস কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে??

ঈসা (আ) কি জীবিত, নাকি মৃত? ফিরে আসবেন, নাকি আসবেন না? সংশয় নিরসন:
দাজ্জাল নিয়ে কি গবেষণা করার কিছু নেই?

নেতা নাকি স্পাই??

প্রকৃত শিক্ষিত কে বা কারা??

শরিয়া কায়েম করলে নাকি বিপদ হবে?

মুসলিমরা মুক্তি পাবে কিভাবে?

হকপন্থী বোনদের জন্য ছোট্ট একটি পরামর্শ:

৬৬৬ (666) এবং ৯৯৯ (999) সমাচার:

অধ্যায় - ৬ (সমতলে বিছানো দুনিয়া):

ISS (ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন) সমাচার:

দলিল প্রমান ছাড়াও পৃথিবীকে স্থির ও সমতলে বিছানো দাবি করা যায়:

পৃথিবী কয়বার উল্টো ঘুরবে???

সমতলে বিছানো দুনিয়ায় চাঁদ ও সূর্য:

সমতল পৃথিবী ও অপবিজ্ঞান সম্পর্কে আগে নিজে ভালো করে জানুন:

সূর্য, পৃথিবী থেকে ছোট:

ফেসবুকে লিখা আমার কিছু ছোট ছোট আর্টিকেল বা পোস্ট:

উপসংহার:

অধ্যায় – ১ (করোনা ও লকডাউনের ফেত্বা)

করোনার ফাঁদ পেতে ইমাম মাহদীকে গ্রেফতারের পায়তারা:

ফেরাউন মুসা (আ:) এর আগমন ঠেকানোর জন্য ৮০ হাজার শিশুকে হত্যা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ ওই ফেরাউনের ঘরেই মুসা (আ:) কে লালন পালন করেছেন। এই ঘটনা আমরা সবাই জানি।

তো বর্তমানে এই একই পদ্ধতিতে নব্য ফেরাউনেরা (দাজ্জালের অনুসারী) ইমাম মাহদীর আগমন ঠেকাতে চাচ্ছে। কখনো ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন সহ বিভিন্ন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে সেসব অঞ্চলের শিশুদেরকে হত্যা করে, কখনো নকল ইমাম মাহদী দাঁড় করিয়ে, কখনো বা এসবকে ভুয়া কল্লকাহিনী বলে প্রচার করে ইমাম মাহদীকে নিশ্চিন্ত করতে চায়। কিন্তু, এতো সব চেষ্টার পরেও দাজ্জালের গোলামেরা সফল হতে পারেনি। আর এই বিষয়টা, ওরাও বুঝে ফেলেছে। সেজন্য বর্তমানে অভিনব এক কর্মপদ্ধতি তারা গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ, করোনা ও লকডাউনের নাটক বা ফাঁদ। এই ফাঁদে ফেলে তারা এখন ইমাম মাহদীতে ধরতে চায়। ২০২০ এর লকডাউনটাও ছিল হজকে সামনে রেখে, এবারের (২০২১) লকডাউনটাও হজকে সামনে রেখেই দিয়েছে। কারণ দাজ্জালের বাহিনী তো ভালো করেই জানে যে, কোনো এক হজেই ইমাম মাহদী মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন। আর সেজন্য হজকে সীমিত করে দিয়েছে। যেন, ইমাম মাহদীর হাতে বায়আত নিতেও কেউ না আসতে পারে। আবার তিনি আত্মপ্রকাশ করলেই যেন ধরে ফেলা যায়।

তবে এবার (২০২১) তারা আরো কঠিন উদ্যোগ নিয়েছে। ভ্যাকসিনেটেড ছাড়া কাউকে হজ করতে দেয়া হবে না। এতে আরো সহজ হবে ইমাম মাহদীকে গ্রেফতার

করা। কারণ যে ভ্যাকসিনেটেড হবে, তার তো সব তথ্য ভ্যাকসিন কার্ডেই থাকবে। আর যার ভ্যাকসিন কার্ড থাকবেনা, তাকে সন্দেহ করা হবে। আর আমরা আশা করি, ইমাম মাহদী নিশ্চই ভ্যাকসিন গ্রহণ করেননি। সেটার তো প্রশ্নই আসেনা। সুতরাং কাফের থিঙ্ক ট্যাঁক গুলো এসবকে মাথায় রেখেই এই করোনা, লকডাউন আর ভ্যাকসিনের নাটক সাজিয়েছে। সবকিছুর মূলে রয়েছে ইমাম মাহদীকে ধরা। (এই রকমই এক ভ্যাকসিন পোগ্রামের দ্বারা, ইমাম মাহদীর এডভান্স ফোর্সের ইমামকে ট্র্যাক করে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।) এবং, এর সাথে পুরো বিশ্বে দারিদ্রতা নামিয়ে নিয়ে আসাটাও তাদের একটা উদ্দেশ্য। যেন দাজ্জাল তার রুটির পাহাড় ও পানির ঝর্ণা নিয়ে হাজির হতে পারে আর প্রভুত্ব দাবি করে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কায়েম করতে পারে।

কাফেররা তাদের এই ষড়যন্ত্রের দ্বারা দারিদ্রতা বা দুর্ভিক্ষ হয়তো সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু ইমাম মাহদীকে ধরতে পারবেনা। আল্লাহ, মুসা (আ:) এর মতোই উনাকে হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ।

ভ্যাকসিন ছাড়া হজ করতে না দেয়ার তথ্য।

Link-1

[https://www.facebook.com/hsharifain/posts/1986771081478974?_cft__\[0\]=AZXtb2dJ75Fer4QP_nrtzNt8H5a97Ue_nvaLITCeOHJYoBdntkd7iuRjqMxGuBIAHYE2WTFCArOYchjHYcTdMhnugpiH7rWqiHr7eCrV2vbE7f-UvkC2uuv6iuMHwTP4w58RLdA8yNCwLhYICSfLcuOG&_tn_=%2CO%2CP-R](https://www.facebook.com/hsharifain/posts/1986771081478974?_cft__[0]=AZXtb2dJ75Fer4QP_nrtzNt8H5a97Ue_nvaLITCeOHJYoBdntkd7iuRjqMxGuBIAHYE2WTFCArOYchjHYcTdMhnugpiH7rWqiHr7eCrV2vbE7f-UvkC2uuv6iuMHwTP4w58RLdA8yNCwLhYICSfLcuOG&_tn_=%2CO%2CP-R)

link-2

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3887605761326454&id=119293134824421&refid=52&_tn_=-R

গরুর মাস্ক ও মানুষের মাস্কঃ

করোনার নামে মানুষকে যে মাস্ক (KN95) পরানো হয়েছে, তার সাথে গরুর মুখে পরানোর জিনিসটির সাথে খুব একটা পার্থক্য কিন্তু নেই। বাকিটা আপনারা ছবিতেই দেখে নিন।



অর্থাৎ, বুঝা গেলো এলিট সম্প্রদায় সাধারণ

মানুষকে গরুর মতোই কিছু একটা মনে করে। তবে হ্যাঁ, যেখানে প্রচণ্ড ধুলাবালি, ময়লা বা দূরঘন্থ আছে, সেখানে তো মাস্ক পড়তেই হবে। সেটা ভিন্ন বিষয়।

লকডাউনের দ্বারা ডিকলোনাইজেশন:

লকডাউনের প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিলো, এটার দ্বারা ডিকলোনাইজিং শুরু হবে। ধীরে ধীরে সেটাই বাস্তব হতে চলেছে। এই কুরবানীর ঈদে আরো ভালো করে বুঝলাম ব্যাপারটা। হঠাৎ করেই লকডাউন উঠিয়ে দিয়ে মানুষকে বাড়ি যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো। আবার ঠিক ঈদের ২ দিন পরেই কঠোর লকডাউন। কেন? কারণ, বাড়িতে যাওয়া মানুষগুলো যেন আর ফিরে না আসে। এভাবে তারা শহরের উপর চাপ কমাতে চায়। এটা একদিক দিয়ে ভালো। কারণ যাদের নিজ অঞ্চলে রিজিকের ব্যবস্থা আছে, তাদের শহরে পড়ে থাকার মানে হয়না। নিজ জেলাকে খালি রেখে শহরে এসে ভিড় করে, নিজেও কষ্ট পায়, শহরের স্থায়ী বাসিন্দারাও কষ্ট পায়। তবে এসবের দ্বারা এলিটদের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তারা চায়, শহরে অল্প কিছু মানুষ থাকুক। এদের জন্য শহরকে দাজ্জালি সুযোগ সুবিধা দিয়ে জান্নাত বানানো হবে। অবস্থা কিন্তু সেদিকেই এগোচ্ছে। শহরে থাকতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। ধনীরাই আরামসে থাকতে পারছে।

ট্রান্সপোর্টেশন খরচ এতো বেড়েছে, সবার পক্ষে এই খরচ বহন করা সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে অনেকেই শহর ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। যারা নিজ গ্রামে ফিরে যাচ্ছে, তারা আপাতত কষ্ট পেলেও, ভবিষ্যতে ভালো থাকবে, ইনশাআল্লাহ। আর যারা শহরে থাকবে, তারা কঠিন নিয়ম কানুনের বেড়াজালে আটকে যাবে। আর শহরে থাকাটা

অত্যন্ত ব্যায়বহুলও হবে। সবাই এখানে থাকতে না পারলেও, থাকার স্বপ্ন দেখবে।
কারণ, এগুলো হবে দাজ্জালের জান্নাত।

ডিকলোনাইজেশনের আরেকটি প্রমান পাওয়া যায় এই নিউজ থেকে। এখানে দেখুন
কি বলা হচ্ছে? যারা গ্রামে গেছে, তারা যেন আপাতত না আসে। আসলে চাওয়া
হচ্ছে, তারা যেন একেবারেই না আসে। সরাসরি তো আর সবাইকে গ্রামে পাঠিয়ে
দেয়া যায়না, তাই এভাবে সুকৌশলে একটু একটু করে শহর খালি করা
(ডিকলোনাইজিং) হচ্ছে।

তবে আমি মনে করি, এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো উচিত। অর্থাৎ গ্রামে
রিজিকের ব্যবস্থা থাকলে গ্রামেই চলে যাওয়া ভালো। বাকি আল্লাহই ভালো জানেন।



আহ্ যেন কুরবানির হাটে পশু আনা হচ্ছে !

দেশের অর্থনীতির চাকা সচলকারী সৈনিকদের জীবন
এতোই কী তুচ্ছ ??

যুগের পর যুগ কেবল দাসত্বের রূপ বদলেছে,

কিন্তু দাসত্ব রয়ে গেছে ঠিক আগের মতোই।



এ বিষয়ে বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, আমরা শুধু কারখানার আশে পাশের শ্রমিকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য মালিকদের নির্দেশনা দিয়েছি। ঈদের ছুটিতে যারা গ্রামে গিয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে ইতোমধ্যে ঢাকায় ফিরেছে, আবার অনেকে শিল্প-কারখানার আশে পাশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এসব শ্রমিকদের নিয়েই আমরা শিল্প কারখানা খোলার বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি।



Running News24
Online Newspaper

FOLLOW

NATIONAL

গ্রাম থেকে ঢাকায় না ফিরতে নির্দেশ

BY RUNNING NEWS
JULY 31, 2021

ঢাকা : কঠোর বিধিনিষেধ মধ্যেই

শিমুলিয়া-বাংলাবাজার নৌরুটের ফেরিতে আজ শনিবার যাত্রী ও ব্যক্তিগত পারাপারের হিড়িক পরেছে। নবম দিন ধরে চলা বিধি নিষেধের প্রতিদিনই দেখা দিয়েছে যাচ্ছে। একইচিহ্ন মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায়

এদিকে গণপরিবহন বন্ধ থাকার পরও শ্রমিকদের কর্মস্থলে ফেরা সম্পর্কে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, শিল্প-কারখানার মালিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে তারা কারখানার আশেপাশে বসবাস করা শ্রমিকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালু করার কথা জানায়। আমরা সেই শর্তে শুধু রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানা খোলার জন্য অনুমতি দিয়েছে। এছাড়া যারা ঢাকার বাইরে রয়েছে তারা কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে কর্মস্থলে না ফিরে যখন বিধি-নিষেধের শেষ হবে তখন কর্মস্থলে যোগ দিবেন। লকডাউনের মধ্যে কর্মস্থলে যোগ না দিতে পারলে কোনো শ্রমিকদের চাকরি যাবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

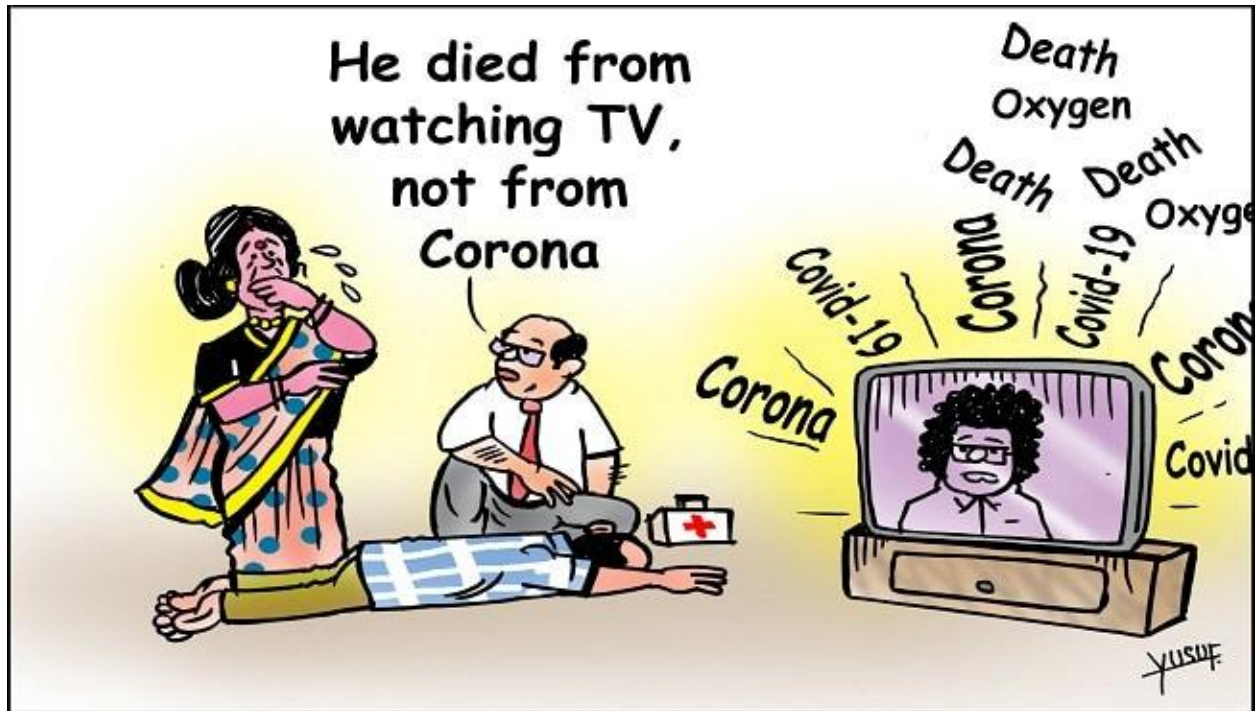
জ্বর, সর্দি, কাশি, শাসকষ্ট ও করোনা ফোবিয়া:

জ্বর হলে শরীরের তাপ বাড়ে। শরীর ব্যাথা করে। ম্যাজ ম্যাজ করে। অরুচি হয়।
মুখের স্বাদ নষ্ট হয়। খাবার খেতে ভালো লাগেনা। এটাই তো জ্বরের চিরচেনা
বৈশিষ্ট।

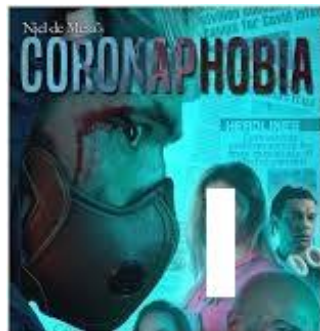
সর্দি হলে, নাক বন্ধ থাকে। ঘ্রান পাওয়া যায়না। নিঃশ্বাস ঠিকমতো নেয়া যায়না। মুখ
দিয়ে শ্বাস নিতে হয়। সুতরাং কিছুটা শাসকষ্ট হয়। এটাই তো সর্দির চিরচেনা
বৈশিষ্ট।

কাশি হলে, গলা ব্যাথা করে। খুসখুসে কাশি থাকে। বুকে কফ জমে। অনেকসময়
গড়গড় শব্দ হয়। বেশি কাশি হলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাঁপানির মতো হয়। এটাই
তো কাশির চিরচেনা বৈশিষ্ট।

আর এই কমন বিষয়গুলোকে হাতিয়ার বানিয়ে মিডিয়ার দ্বারা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা
চালিয়ে মানুষকে ভীত করে তোলা হয়েছে। তাই সামান্য জ্বর হলেও মিথ্যা ভয় আর
আতংকেই মানুষ অর্ধেক অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আর সাথে তো আশেপাশের মানুষের
অবহেলা ও অবজ্ঞা আছেই। ফলে সে আরো বেশি মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে
সত্যি সত্যিই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে।



এ ধরনের লক্ষণ দেখা গেলে
দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন



অধ্যায় – ২ (দাজ্জাল ও প্রযুক্তির ভেঙ্কি)

দাজ্জালের টেকনোলজিক্যাল ভেলকি:

দাজ্জাল প্রতিনিয়তই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নামে তার জাদুকরী ভেলকি দেখাতে থাকবে। ঈমানদাররা এসব ধোঁকায় পড়বেনা ইনশাআল্লাহ। তবে, দাজ্জালের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য মজবুত ঈমানের পাশাপাশি শেষ জমানার ইলমও থাকতে হবে। নয়তো সামনে যেসব চোখ ধাঁধানো এবং মন মাতানো সব ডিভাইস, গেজেট বা প্রযুক্তি (টেলিপোর্টেশন বা হলোগ্রাফিক প্রজেক্ট) আসছে, তা থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে রাখা খুব কঠিন হবে। শুধুমাত্র অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীরাই (মুত্তাকী) এসবের (জাদুকরী বস্তু) আসল রূপ (ফেতনা) কে দেখতে পারবে বা বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আর অন্যরা এসবকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদ মনে করে পূজা করবে এবং দাজ্জালকে প্রভু হিসেবে মেনে নিবে, নাউযুবিল্লাহ।



মেটাভার্স এ ভার্চুয়াল এবাদত??

ভবিষ্যতে হয়তো এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষ হজ, নামাজ ইত্যাদি আমল গুলোও ভার্চুয়ালি (মেটাভার্স) পালন করবে। যার ট্রায়াল অলরেডি শুরু হয়ে গেছে।

পাকিস্তানে একটা এক্স বের হয়েছে যেটা দিয়ে ভার্চুয়াল হজ করা যাবে। আর ক্রোনার সময় তো আপনারা দেখেছেনই, মানুষ টিভির (ভার্চুয়াল ইমাম) পিছনে নামাজ পড়েছে। এছাড়াও, দেখা যাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে একদল ভার্চুয়াল আলেমও বের হবে, এগুলোর পক্ষে ফতোয়া দেয়ার জন্য। এসব কিছুকে বাস্তবায়ন করার জন্য টেক জায়ান্ট গুলো একসাথে কাজ করছে। যার চূড়ান্ত রূপ হবে মেটাভার্স। আবার এমনও হতে পারে, মানুষ অফিস করবে টোটালি মেটাভার্স এ। অর্থাৎ হলোগ্রাফিক জব করবে। বাকি আল্লাহ্ আলম।

এই বিষয়গুলো আরো বিস্তারিতভাবে আমার "তুর পাহাড়ের যাত্রী" বইতে লিখেছি। সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন।



অধ্যায় - ৩: (সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি)

সিগারেট ও জাহান্নাম:

সিগারেটের ভিতরে জাহান্নামের কয়েকটি উপাদান বিদ্যমান। যেমন: আগুন, ধূয়া, দুর্ঘন্ধ ইত্যাদি। যারা জান্নাত পেতে চায়, তাদের তো এই জিনিস থেকে দূরে থাকার কথা। কারণ আগুন খাওয়া তো শয়তান তথা, জাহান্নামীদের কাজ, জান্নাতীদের নয়।

কি দরকার নিজের বা বাবার কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে আগুন ভক্ষণ করার???

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

রিলেভেন্ট একটি সংগৃহীত আর্টিকেল আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুল এবং যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য হালাল নাকি হারাম?

অনেকেই তর্ক করে থাকি আমরা সিগারেট খাওয়া হালাল নাকি হারাম এই নিয়ে কিন্তু এই লেখাটি এ বিষয়ে তর্কের সমাপ্তি করবে বলে আশা করছি।

কুরআন-হাদীস কি বলে একটু দেখে নেয়ার পর আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেব।

ইনশাআল্লাহ।

★ সিগারেটের গায়ে লেখা থাকে "ধূমপান মৃত্যু ঘটায়"।

আল্লাহ পাক বলেন,

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না" [বাকারা-১৯৫]

★ সিগারেট নেশাজাতীয় জিনিস।

নবী করিম (সাঃ) বলেছেন,

"প্রত্যেক নেশার বস্তুই মাদক (খামার), আর প্রত্যেক নেশার জিনিসই হারাম।"

[মুসলিম-২০০৩]

★ কেউ একসাথে ১০ টি সিগারেট খেলে তার নেশা হতে বাধ্য।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যা অধিক সেবন করলে নেশার সৃষ্টি হয় তা কম সেবন করাও হারাম।" [তিরমিযি-১৮৬৫, আবু দাউদ-৩৬৮১]

★ সিগারেট অপবিত্র জিনিস।

আল্লাহ পাক বলেন,

"তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল ও অপবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে।"

[আরাফ-১৫৭]

★ সিগারেটে অপব্যয় ছাড়া কোন ফায়দা নেই।

আল্লাহ পাক বলেন,

"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" [সূরা ইসরা-২৭]

★ সিগারেটের ধোঁয়ায় মানুষ চরম কষ্ট পায়।

রাসূল (সাঃ) বলেন

"যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।" [বুখারী]

★ সিগারেট পুষ্টিকর কিংবা ক্ষুধা নিবারণ মূলকও কিছুই নয়। জাহান্নামীদের খাবারের

প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,

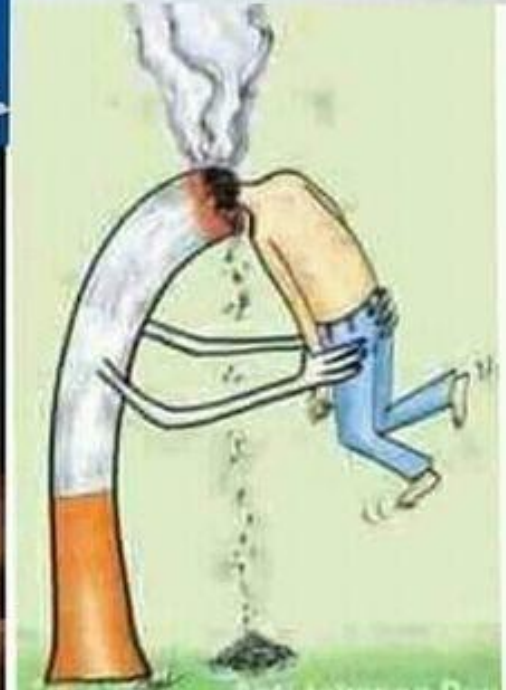
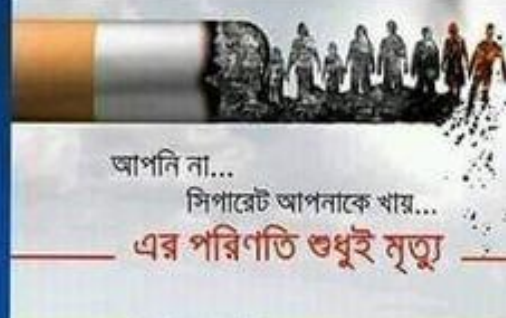
"এটা তাদের পুষ্টিও যোগাবে না ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।" [গাশিয়াহ-৭]

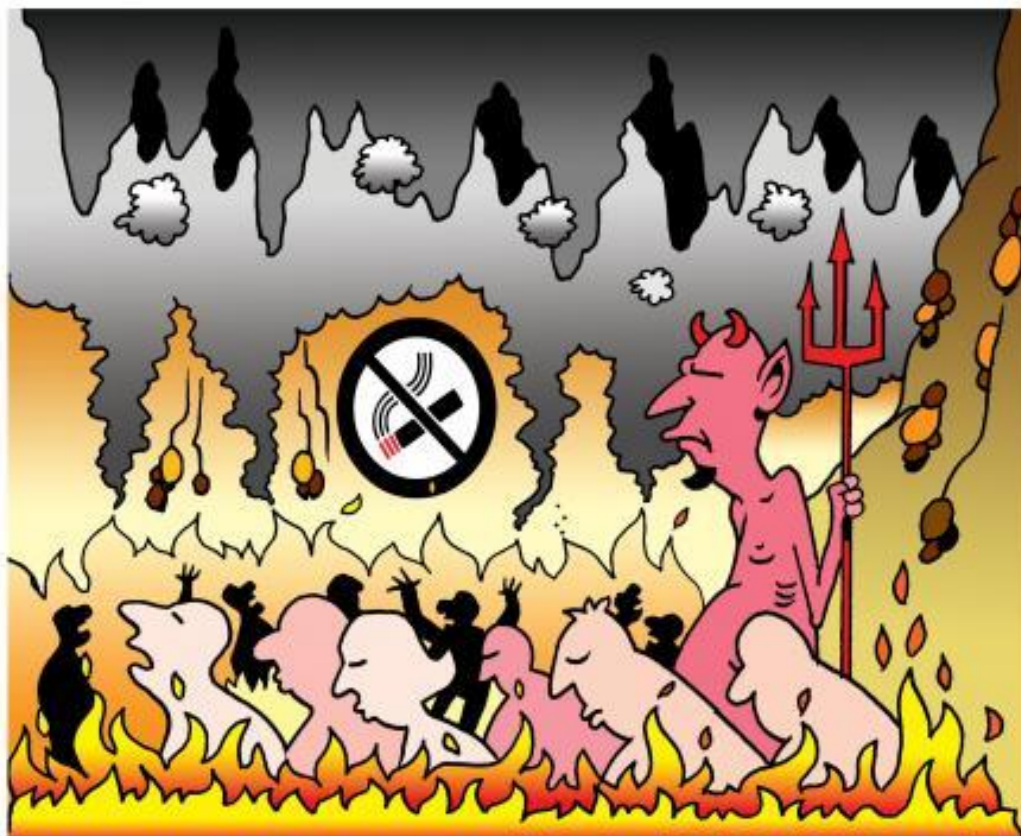
এবার আপনি সিদ্ধান্ত নিন হারাম সিগারেট খাবেন নাকি ছেড়ে দেবেন?



সিগারেট হারাম না মাকরুহ?

ইনশা আল্লাহ আজকে এখানে সমাধান হবে





একজন এমবিবিএস ডাকাত ও তার সহকারী:

MBBS ডাকাতদের কাছে সামান্য সমস্যা নিয়ে গেলেও ৪/৫ হাজার টাকা শেষ হয়ে যায়।

দীর্ঘ পরিচিত ডাকাতের কাছে, পরের দিন রিপোর্ট নিয়ে গেলেও চাদা দিতে হয়।

আর এটাই নাকি সকল ডাকাত গ্যাংদের সরি ডাক্তারদের নিয়ম।

আমি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে একজন ডাক্তারের কাছে চোখের চিকিৎসা নিচ্ছি। এবং ওই দোকান থেকেই চশমা বানাচ্ছি। তবুও তারা আমাকে ছাড় দেয়নি। অথচ ডাকাত সাহেব, দুঃখিত ডাক্তার সাহেব পূর্ণ সুনতের উপর আছেন।

এই যদি হয় সুনতি ডাকাতের অবস্থা? তাহলে অন্যান্য ডাকাতদের (কথিত ডাক্তার) কি অবস্থা? তাতো সবাই জানেন।

বিকৃত (দাজ্জালি) সমাজের, বিকৃত (দাজ্জালি) অপনিয়ম।



কেউ কি আমার মাসনা (২য় বৌ) হবেন?

দুইজন আহলিয়া (বৌ) থাকলে অনেক লাভ। মেয়েদেরই লাভ।

একজনের অসুস্থতায় আরেকজন স্বামীর খেদমত করতে পারে।

বাসায় একা বোরিং সময় কাটাতে হয়না। দুইজন গল্প বা অন্য কিছু করে সময় কাটাতে পারে।

সাংসারিক কাজে একজন আরেকজনকে সাহায্য করতে পারে। এতে একজনের উপরে চাপ পড়েনা। বা আলাদা খাদ্যেমা লাগেনা।

একজন বাপের বাড়ি গেলে, আরেকজন স্বামীর সাথে থাকতে পারে।

একজনের হয়েজের (পিরিয়ড) সময়, আরেকজন স্বামীর জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। ফলে স্বামীর মন অন্য নারীর দিকে যায়না।

একজন হামেলা (প্রেগন্যান্ট) হলে আরেকজন তার যত্ন নিতে পারবে।

এরকম আরো অনেক গুলো সুবিধা পাওয়া যায়।

তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আরেকটি বিয়ে করবো, ইনশাআল্লাহ। আছেনকি দ্বীনদার কোনো মেয়ে??? যিনি আমার ২য় বৌ হবেন এবং আমার ১ম বৌকে নিজের বড় বোনের মতো কবুল করে নিবেন??

“মাসনা-সুলাসা” বা “২য়-৩য় বিয়ে” গ্রুপ গুলোতে ঢুকলে এমন অনেক পোস্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই পোস্ট গুলো দেখে মাঝে মাঝে ভালোই লাগে। আবার আশ্চর্যও হই। কারণ যেখানে অসংখ্য মানুষ তার এক বৌকেই সামলাতে পারেনা, আবার অনেক যুবক একটা বিয়েই করতে পারছেননা, সেখানে তারা ২/৩ টা বিয়ের সাহস করে, মাশাআল্লাহ। অনেকে আবার বিপদগ্রস্ত কোনো মেয়েকেও বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত থাকে, এটাও খুব ভালো। আশ্রয়হীন একটা মেয়ের নিশ্চিত একটা আশ্রয়স্থল হয়।

আমাদের সমাজে পরকীয়া বা বৌ থাকার পরেও ২/৩ টা গার্ল ফ্রেন্ড রাখাকে খুব একটা খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। কিন্তু ২য় বা ৩য় বিয়েকে প্রচন্ড ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়, নাউযুবিল্লাহ। অথচ এটা দ্বারা যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্যাহ আদায় হয়, তেমনি সমাজকে বিশাল এক রোগ (পরকীয়া) থেকে বাঁচানো যায়। এবং অনেক সহায় সম্বল হীন মেয়েকে বৈধভাবে স্থায়ী নিরাপত্তা দেয়া যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের দ্বীনদার বোনেরাও বিষয়টাকে মেনে নিতে পারেনা।

তবে হা, অদূর ভবিষ্যতে মেয়েদেরকে বাধ্য হয়েই ২য় বৌ হতে হবে। কারণ ফেমিনিজমের ফাদেঁ পা দিয়ে অবিবাহিত নারীর সংখ্যা বহুগুন বেড়ে যাবে। তখন তাদেরকে ২য় বৌ হতেই হবে। আর তাছাড়া শেষ জমানায় এমনিতেও পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এটাও একটা কারণ হবে তাদের ২য় বা ৩য় বৌ হওয়ার।



(বরপক্ষ, কনে পক্ষ): কে কাকে দেখতে যাবে?

আমরা সাধারণত বরপক্ষ, কনে দেখতে তার বাসায় যাই।

ঠিক আছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, কনেরও কনে পক্ষের সাথে বরের বাসায় যাওয়া উচিত। কারণ মেয়েটা কোন বাসায় থাকবে? কার (বর) বা কাদের (বরের আত্মীয় স্বজন) সাথে থাকবে? কেমন পরিবেশে থাকবে? সেটা তার জানা উচিত। কারণ মেয়েটাই তো, তার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সারা জীবন সেই (বরের) বাসায় থাকবে। তাই বরপক্ষের কনের বাসায় যাওয়ার চেয়ে, কনে সহ কনে পক্ষের বরের বাসায় যাওয়াটা বেশি জরুরি মনে করি। মেয়েদের পছন্দ ও ভালো লাগাকেও গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ মেয়েরা সাধারণত স্বামীর দ্বীনকে গ্রহণ করে নেয়। তাই স্বামী ও স্বামীর পরিবারের দ্বীনদারিত্ব মেয়েটার দেখা উচিত। সাথে ওই বাসায় দ্বিনি পরিবেশ আছে কিনা সেটাও যাচাই করা উচিত। আর এই সুযোগটা সরাসরি মেয়েকেও দেয়া উচিত।

স্ত্রী সমাচার: (ওয়াইফ বনাম যাওজাহ্)

ইসলাম, শব্দের দাড়াও নারীকে সম্মানিত করেছে। ‘স্ত্রী’-এর আরবী প্রতিশব্দ হলঃ زَوْجَة (যাওজাহ্) ও سَيِّدَة (সায়িদ্দাহ্)।

দ্বিন পালনে পুরুষের সহযোগী:

দ্বিন পালন এবং সমাজে দ্বিন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় পুরুষের সহযোগী নারী। প্রত্যেক নারী ও পুরুষ নিজ নিজ জায়গা থেকে পরস্পরকে দ্বিনের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সত্কাজে আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে, তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা : তাওবা, আয়াত : ৭১)

পুরুষের মানসিক আশ্রয়:

বাহ্যত পুরুষ নারীর অভিভাবক হলেও আল্লাহ নারীকে পুরুষের মানসিক আশ্রয় বানিয়েছেন এবং দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহর নিদর্শন হলো—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ভেতর থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সূরা : রোম, আয়াত : ২১)

আয়াতে ব্যবহৃত ‘যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও’ বাক্য থেকে পুরুষের জন্য নারীর মানসিক আশ্রয় হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

WIFE সমাচার :

অন্যদিকে ইংরেজি WIFE শব্দ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে Wonderful Item For Enjoyment / Wonderful Instrument For Enjoyment ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ বস্তুবাদী ইংরেজদের কাছে স্ত্রীও একটি বস্তু এবং ভোগ্যপন্য।

শিক্ষা: হে বোন, পশ্চিমা সভ্যতার কথিত নারী আন্দোলন নয়। বরং একমাত্র ইসলামই দিবে আপনাকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা। সুতরাং ফিরে আসুন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

https://www.abbreviations.com/WIFE?fbclid=IwAR0nEL43zbEext9rBCXPz1tpeNQVAp4uFrkjOrEqCPhkN48Fxb_g0Ai_nPk

দাড়ি রাখার বয়স কোনটি?

যখন কোনো যুবক দাড়ি রাখার নিয়ত করে বা রাখা শুরু করে দেয়া তখন কিছু কথিত মুরুবিব, বলে বসে: "এটা তো দাড়ি রাখার বয়স নয়, তুমি কেন এখনই দাড়ি রাখছো?"

অরে মুরুবিব, এটাই তো দাড়ি রাখার বয়স।

কারণ আল্লাহ তো উপযুক্ত বয়সেই দাড়ি দিয়েছেন। মানুষের শরীরে যখন যেটা প্রয়োজন তখনি তো আল্লাহ সেটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দাড়ি যদি আরো পরে রাখার জিনিস হতো, তাহলে আল্লাহ তো আরো পরেই দাড়ি দিতেন। অর্থাৎ ৫০ / ৬০ বছর বয়সে দাড়ি গজানো শুরু হতো।

যেহেতু ১৫ / ১৬ বছরে দাড়ি উঠা শুরু হয়, সেহেতু এটাই দাড়ি রেখে দেয়ার বয়স।

আবার অনেক মুরুবিব এটাও বলে যে, এ বয়সে দাড়ি রাখলে পাত্রী পাওয়া যাবেনা। তারা এ কথাটা ঠিকই বলে। দাড়ির কারণে একটা ছেলে প্রচলিত পাত্রী পাবেনা। অর্থাৎ বেপর্দা ও ফাসেক পাত্রী পাবেনা। তবে পর্দাশীল ও পবিত্র, এবং চক্ষু শীতলকারী জীবনসঙ্গিনী পাবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষ আরো বলে, দাড়ির জন্য চাকরি পাবেনা। এটাও ঠিক। নাপাক চাকরি গুলো পাবেনা। বরং উত্তম রিজিক পাবে, ইনশাআল্লাহ। মোট কথা দাড়ি তোমাকে সব দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে হেফাজতই করবে।

N:B: যেসব প্রতিষ্ঠানে দাড়ি ও বোরকার জন্য চাকুরী বা শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হয়। সেসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হারাম বলে ফতোয়া দেয়া উচিত আলেমদের।

দ্বীন বিক্রয়:

অনেক ভাই, খুব এখলাসের সাথে দ্বীনের মেহেনত করেন, মাশাআল্লাহ। তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দাওয়াতের (অনলাইন বা অফলাইন) কাজ করেন। এটা তো খুবই ভালো কথা। তাদের উচ্ছ্রায়া অনেক পথ হারানো ভাই সত্যের সন্ধান পেয়ে যান, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু যে সমস্ত ভাইদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকেনা। সেই ভাইয়েরা দ্বীনের কাজ করতে করতে একসময় এই দ্বীনের কাজকেই উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেন। অর্থাৎ তারা দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যান।

এমন অবস্থায় যেন পড়তে না হয়, সেজন্য অবশ্যই একটা নিরাপদ রিজিকের ব্যবস্থা রাখা উচিত। তাহলে আর দ্বীন বিক্রয়ের প্রয়োজন পড়বেনা, ইনশাআল্লাহ। নিশ্চিত্তে তখন দাওয়াতের (অফলাইন ও অনলাইনে) কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।
এখলাসের সাথে দ্বীনের কাজ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

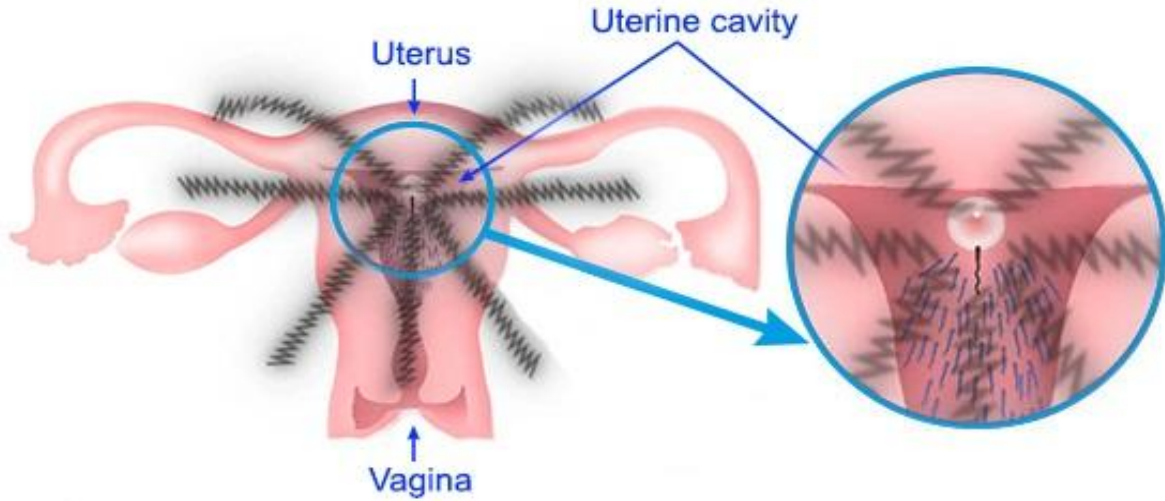
অধ্যায় - ৪: (স্যাটানিক রিচুয়াল ও এক্টিভিটিস)

ওম্ব ঘোস্ট (গর্ভের শয়তান):

স্বামী স্ত্রী যদি, মিলিত হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় আমল গুলো না করে এবং দোআ গুলো না পড়ে, তাহলে শয়তান তাদের উপর আছর বা ভর করে .তবে নারী জাতি দুর্বল হওয়ায় শয়তান নারীদেরকে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে. এবং স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে আক্রমণ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে. যেমন জরায়ু বা ব্রেস্ট ক্যান্সার. তাই একাজের শুরুতেই দোআ পরে নেয়া খুব জরুরি.

মিলিত হওয়ার সময়ের দোআ এবং আমল গুলো গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন. আবার এজ অফ ডার্ক ফিতনার প্রথম খন্ডেও পাবেন.

Attack by the ghost/departed ancestor at the time of intercourse



During the time of sexual intercourse the ghost subtly enters the female body via the vagina and transmits it's black energy all over the uterus.



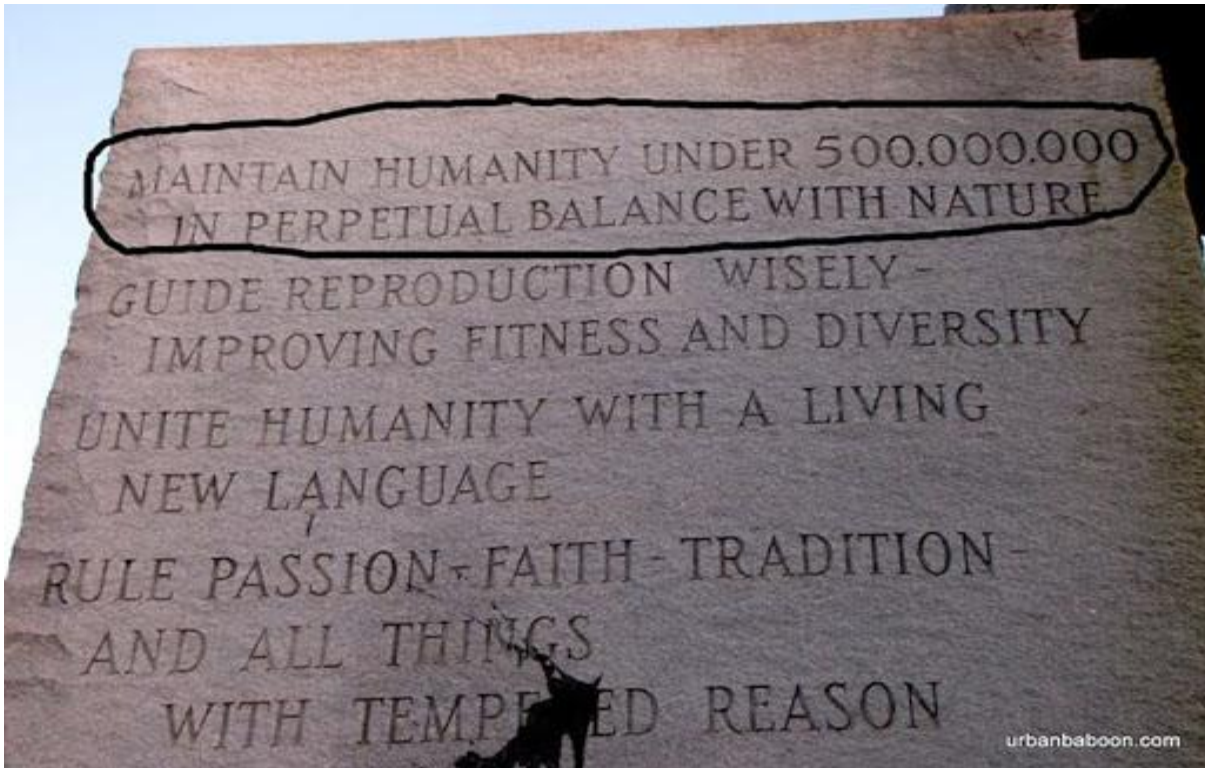
Your Gates, How Demons Enter Your Body

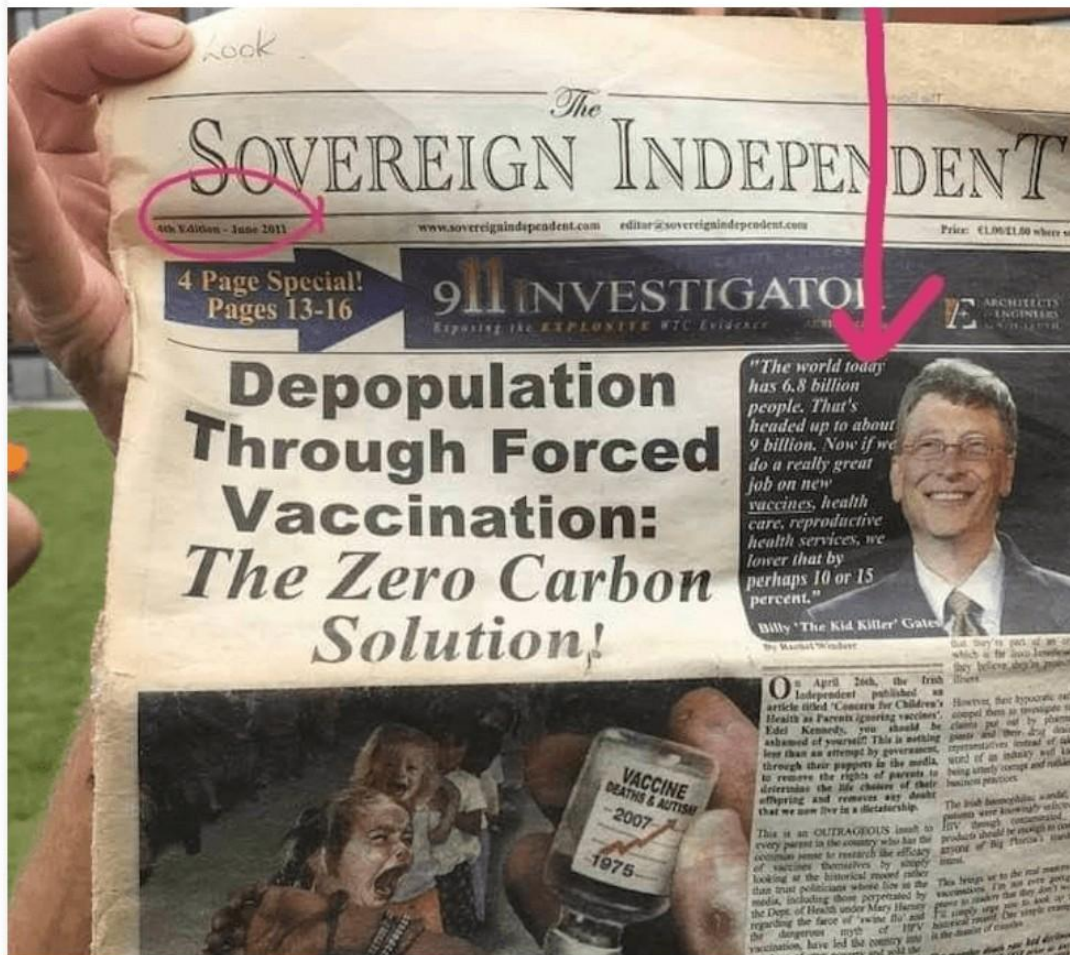


ওরা ৭৫০ কোটি মানুষ মেরে ফেলতে চায়:

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদেব বর্ণনা মতে, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ার পর ইয়াজুজ-মাজুজ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে। ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাসসংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সব অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদের খতম করার পালা। সে অনুযায়ী তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রত্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে। এটা দেখে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে আকাশের অধিবাসীরাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। (মা'আরেফুল কোরআন)

একই ধরনের কথা জর্জিয়া গাইডস্টোনেও বলা আছে। মানব সংখ্যা ৫০ কোটির নিচে রাখতে হবে। বাকি সব যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি দিয়ে মেরে ফেলতে হবে।





DEPOPULATION BESTSELLERS

An Essay On the Principle of Population

Thomas Robert Malthus

Adolf Hitler

mein Kampf

Eher-Verlag

AGENDA 21

GLOBAL PLAN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

AVAILABLE FROM THE EUGENICS SOCIETY, SUPREMACIST RELIGIONS, NWO SECRET SOCIETIES & THE UNITED NATIONS

Jack@radical.com

কোকা কোলা, নাকি বিষ (slow poison)???

অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পানীয়। কম বেশি পুরো দুনিয়াবাসীই এটা পান করে থাকে। ফলে প্রত্যেকেই এই রোগ গুলোয় আক্রান্ত হয়ে থাকে।

Cancer

Brain Tumors

Cardiovascular Disease

Stroke, Dementia and Alzheimer's Disease

Seizures

Neurotoxicity, Brain Damage and Mood Disorders

Headaches and Migraines

Kidney Function Decline

Weight Gain, Increased Appetite and Obesity Related Problems

Diabetes and Metabolic Derangement

Intestinal Dysbiosis, Metabolic Derangement and Obesity

Pregnancy Abnormalities: Pre Term Birth

Overweight Babies

Early Menarche

Sperm Damage

Liver Damage and Glutathione Depletion

Caution for Vulnerable Populations

আগে ওলামায়ে কেরাম গণ এসব খেতেন না। ফলে তারা সুস্থ থাকতেন,

আলহামদুলিল্লাহ।

এখন তারাও এগুলো পান করেন এবং এসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এটা খাওয়া কি খুব জরুরি??


না খেলেই তো বরং সব দিক থেকে উপকারিতা। টাকাও বাঁচবে, সুস্থও

থাকবো, ইনশাআল্লাহ।


নিজের ভালোর জন্য হলেও এটা বয়কট করা উচিত।
কাফেররা (এলিট) তো চায়, সব মানুষ অসুস্থ হয়ে সারাটা জীবন শুধু
চিকিৎসার পিছেই ব্যয় করুক। এতে ওদের ব্যবসাও হবে। এবং কেউ
ওদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সময়ও পাবেনা। কারণ সে (ভিকটিম)
তার নিজের চিকিৎসা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।
আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন।

https://usrtk.org/sweeteners/aspartame_health_risks/

GMO ASPARTAME
LINKED TO HEALTH PROBLEMS
IN DECADES OF STUDIES
created with synbio, an extreme form of genetic engineering



- Cancer**
- Brain tumors**
- Cardiovascular disease**
- Stroke, dementia, Alzheimers**
- Mood disorders**
- Neurotoxicity, brain damage**
- Headaches/migraines**
- Kidney function decline**
- Weight gain/obesity**



‘NUFF SAID?

www.facebook.com/gmofreeusa www.gmofreeusa.org www.facebook.com/gmofreecanadagroup

রেড রোজ রিচুয়াল / লাল গোলাপ তন্ত্র:

লাল গোলাপ তো প্রত্যেকটি মানুষেরই খুব প্রিয় একটি ফুল। বিশেষ করে মেয়েদের। ওদেরকে খুশি করতে হলে একটা লাল গোলাপি যথেষ্ট। তাই পুরুষরা মেয়েদেরকে খুশি করতে সুন্দর একটি লাল গোলাপ নিয়ে হাজির হয়। এই কালচার সবাই পালন করে। দ্বীনদার মানুষগণও পিছিয়ে নেই।

অথচ এটা একটা রিচুয়ালের অংশ। কালো জাদুকর বা শয়তান পূজারীরা লাল গোলাপকে লাভ স্পেলের জন্য ব্যবহার করে। অনেকে ভালোবাসার মানুষকে কাছে পেতে রেড রোজ বাথ (লাল গোলাপের গোসল) নিয়ে থাকে। এগুলোও স্যাটানিক রিচুয়ালের অংশ। বিউটি পার্লার গুলোতে যেসব স্পা করা হয় বা মেকাপ দেয়া হয়, এসব কিছুই এই স্যাটানিক রিচুয়াল (তন্ত্র) থেকেই এসেছে।

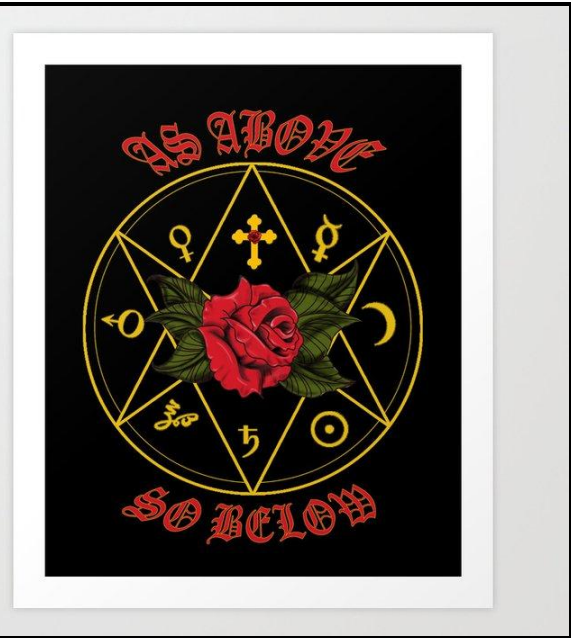
এখন প্রশ্ন হচ্ছে: " মুসলিমদের জন্য এই কালচার (লাল গোলাপ আদান প্রদান) পালন করা কতটুকু যৌক্তিক?" দ্বীনের ধারক বাহকগনদের এটা ভেবে দেখা উচিত।

For details:

<https://www.pinterest.com/pin/597430706810460513/>

<https://www.moodymoons.com/2020/02/14/5-magickal-ways-to-use-roses/>

<https://thisconsciouslife.co/a-rose-quartz-bathtime-ritual/>





...

Visit

Saved from [etsy.com](#)

LOVE SPELL Salt, Rose Petal Sea Salt for Attraction Rituals, Attract Love, Send Love, Enchantment Salt, Wicca Salt, Witch Salt

♥ LOVE ATTRACTION RITUAL SALT ♥ made with naturally dried red rose petals and pure course sea salt. Each bag is 2"x 4" and ho...
[More](#)

S

Semosaaugust

...

Red rose forgiveness ritual

Using roses makes everything more magickal.
You will love this forgiveness ritual!

Difficulty:
Advanced

Effectiveness:



শয়তানের ডিম ও জন কাটার মুভি:

ইবলিশ একা একা এখন পৃথিবীকে কন্ট্রোল করছে না। তার বিশাল বাহিনী আছে এবং এই বাহিনীটা সমুদ্রের উপর একটা সিংহাসনে অবস্থিত। এই সিংহাসনের চারদিকে প্রচুর সাপ থাকে। ইবলিশের কোনো বউ নেই। সে পাঁচটি ডিম পেড়েছিলো। পাঁচটি ডিম থেকে তার পাঁচটি ছেলে হয়েছে যাদের নাম- সাবরাদ, আউর, দাসিম, যিলনাবুর, মাসূতা। প্রতিটা ছেলেই মানুষের পেছনে বাহিনী নিয়ে লেগে থাকে মানুষকে দিয়ে বিভিন্ন খারাপ কাজ করানোর জন্য।

ইবলীস শয়তান ও তার বাহিনী মিলে সম্মিলিতভাবে মানুষ ও জিন জাতিকে পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ বলেন, ‘তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ?’ (কাহফ ১৭/৫০)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তার বংশধর রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি যদি পার, তাহ’লে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ বাজার শয়তানের আড্ডাখানা; সেখানে সে আপন ঝান্ডা গাড়ে, সেখানে সে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা জন্ম দেয় (মুসলিম হা/২৪৫১; ত্বাবারাগী কাবীর হা/৬১১৮, ৬১৩১)।

অন্যত্র এসেছে, ‘ইবলীস শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিৎনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিৎনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। তিনি বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। তিনি বলেন, শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ‘মাশ বলেন, আমার মনে হয়

জাবের (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে (মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১)।

জন কাটার মুভিতেও এই জিনিসটা দেখিয়েছে। জিনেরা ডিম থেকে জন্ম নিচ্ছে।





JOHN CARTER of
MARS

BABY THARK
3D PRINT
FROM
DIGITAL MODEL



স্টারদের দ্বারা জাহান্নামে যাওয়ার দাওয়াত:

শয়তান তার পূজারী সেলিব্রেটিদের দিয়ে এখন প্রচার করছে যে, জাহান্নামে যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়। সেখানে যাওয়াটাই বরং ভালো। নাউযুবিল্লাহ। তারা নিজেরাও দোযখে যেতে চায়। এটা এখন দিন দিন ট্রেন্ড ও ফ্যাশন হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং শয়তান ও তার পূজারীদের (স্টার বা সেলিব্রেটি) ধোঁকা গুলো বুঝতে হবে। তারা বিভিন্ন পারফরমেন্সের দ্বারা মানব জাতিকে শয়তানের অনুসরণ করে শয়তানের মতোই চির স্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার আহবান করে।

আগে তারা এগুলো সাবলিমিনালি করতো। কিন্তু এখন সরাসরি করছে। তাই যুব সমাজকে এসব শয়তানি সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাদের ধোঁকা থেকে বাঁচতে হবে। আল্লাহ হেফাজত করুন।

এক্ষেত্রে প্রতি জুমাবারে সূরা কাহাফের তেলোয়াত করা ও তার তাফসীর পড়া চাই।



অধ্যায় - ৫: (সত্যের মোড়কে মিথ্যা)

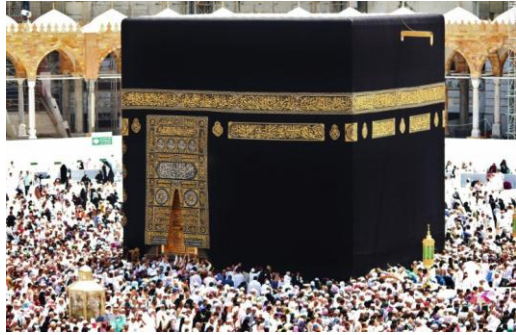
কাবা বনাম ব্ল্যাক কিউব:

আমাদের প্রিয় কাবা শরীফ কিন্তু কালো নয়। পাথরের। এবং পাথুরে রঙের। কালো গিলাফ দিয়ে ঢেকে রাখায় কালো দেখা যায়।

আর এই সুযোগে উগ্র খ্রিস্টানরা ইহুদিদের ব্ল্যাক কিউবের সাথে (জিউরা তাদের এবাদতের সময় এটা মাথায় পড়ে) মিলিয়ে কাবা ও মুসলমানদের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে।

তারা বোঝাতে চায়, মুসলিমরা ইহুদিদের ইশারাতেই চলছে। তবে হাঃ, এই কালো গিলাফের পিছনে ক্রিপ্টো জিউ বা দন্মেহ গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র থাকার খুব সম্ভাবনা আছে। ছবিগুলো দেখুন।





প্রচলিত ক্যালেন্ডারের (সময় বিভ্রান্তি) ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ :

আমরা জানি দাজ্জালের আগমনের সাথে দিন রাত্রির আবর্তনের এক দারুন সম্পর্ক রয়েছে। সূর্য থেমে যাবে। ১ বছরে ১ দিন হবে। সুতরাং দাজ্জাল অনেক আগে থেকেই সৃষ্টি তত্ত্বকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। বর্তমান ক্যালেন্ডারের দিকে খেয়াল করুন। ২৮ দিন, ৩০ দিন, ৩১ দিন, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪। ০৯০৫৩০৮৩২৮৮ গড় সৌর দিন। লিপি ইয়ারে ২৯ দিন। আবার দিনকে ভাগ করা হয়েছে ১২:০০ থেকে ১১:৫৯। এগুলো হলো সূর্য কেন্দ্রিক হিসাব নিকাশ। ১৭৫২ সালে পৃথিবী থেকে ১০ দিন গায়েব করা (প্রদত্ত ছবিতে খেয়াল করুন)।

অথচ আরবি দিন, মাস ও বছরের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। চাদ অনুযায়ী মাস ও বছর। এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক দিন। কি যে এক হযবরল অবস্থা বানিয়ে রেখেছে। অবশ্যই এখানে কোনো রহস্য আছে।

একটা রহস্য হলো:

৬০ সেকেন্ডে ১ মিনিট . এখানে একটা ৬ পাওয়া গেলো .

৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা. এখানে একটা ৬ পাওয়া গেলো .

২৪ ঘন্টায় ১ দিন. $২+৪=৬$. এখানে একটা ৬ পাওয়া গেলো .

অর্থাৎ ৩টি ৬ বা ৬৬৬ পাওয়া গেলো. সময়ের হিসেবেও তারা মার্ক অফ দা বিস্ট কে রেখেছে .

| JULIAN 1582 | | October | | | Gregorian 1582 | |
|----------------|-----|---------|-----|-------|-------------------|-----|
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

SEPTEMBER 1752

| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Calendar for year 1752 (United Kingdom) Calendar for year 1752 (United States)

[<1751](#) | [1753](#) | [2008](#) >>

| | | |
|--|--|--|
| January Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | February Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | March Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |
| April Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | May Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | June Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| July Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | August Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | September Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
| October Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | November Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | December Mo Tu We Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |

| | | |
|---|--|---|
| January Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5:● 12:○ 19:○ 27:○ | February Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4:● 11:○ 18:○ 25:○ | March Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4:● 11:○ 18:○ 26:○ |
| April Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3:● 9:○ 17:○ 25:○ | May Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2:● 9:○ 16:○ 25:○ 31:● | June Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 7:○ 15:○ 23:○ 30:● |
| July Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7:○ 15:○ 22:○ 29:● | August Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5:○ 13:○ 21:○ 27:● | September Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 15:○ 23:○ 30:○ |
| October Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7:● 15:○ 22:○ 29:○ | November Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5:● 14:○ 21:○ 27:○ | December Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 5:● 13:○ 20:○ 27:○ |

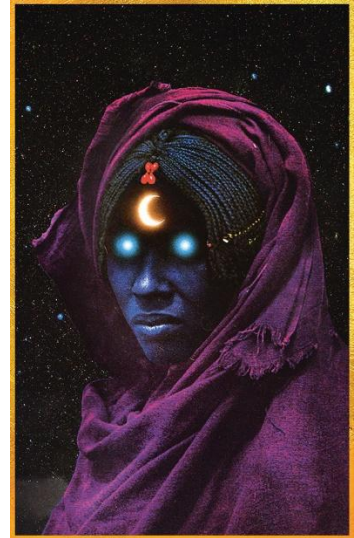
কাফ ফা রা (KFR) কাফির এর বিশ্লেষণ:

এক ভাইয়ের টাইমলাইন থেকে ছবি (১ম ৫টি) গুলো নিয়েছি। তিনি দাজ্জালের কপালের কাফ ফা রা লিখার ব্যাপারে একটা গবেষণা করেছে। লোকটার কপালে ট্যাটু করা চোখটিকে (২, ৩ ও ৪ নং ছবি) উল্টালে কাফ ফা রা হয়। তার এই গবেষণাটি আমার ভালো লেগেছে।

আমার কথা: দাজ্জালের কপালেও হয়তো এমন কিছুই থাকবে। যা কিনা এরকম ট্যাটু, বারকোড বা ক্যালিগ্রাফির মতো খোদাই করা থাকবে।

আল্লাহ্ আলম।

আবার এমন হতে পারে সেই লিখাকে সে বিভিন্ন উপায়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করবে। হ্যাট (টুপি) বা অন্য কোনো ডিভাইস (ছবিতে দেয়া থার্ড এই ডিভাইস) দিয়েও হতে পারে। আল্লাহ্ আলম।







Prothom Alo ✓

9 h • 🌐



এটিকে 'তৃতীয় চোখ' বলা হচ্ছে। যন্ত্রটি স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবে।...



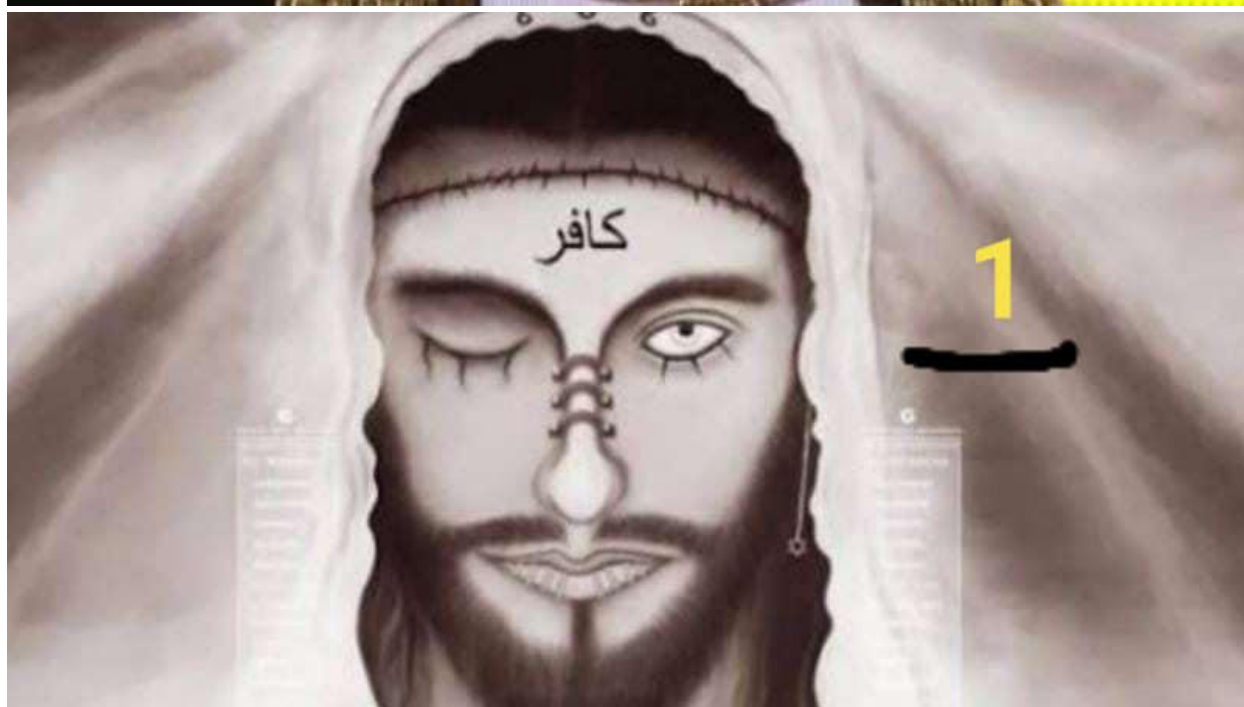
ভালোর সাথে আলোর পথে



PROTHOM ALO

'চোখ' থাকবে কপালে







কুরআন কি অবৈজ্ঞানিক?

নাস্তিকরা বিভিন্ন অপবৈজ্ঞানিক থিওরি উপস্থাপন করে কুরআনকে অবৈজ্ঞানিক প্রমানের চেষ্টা করে। কারণ কুরআনে এমন অনেক বিষয় আছে যা কথিত অপবিজ্ঞানের সাথে মিলে না। আর এই সুযোগে নাস্তিকরা কুরআনকে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রচার করে। অপরদিকে কিছু মুসলিম ভাই, নাস্তিকদের এই অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য কুরআনকে বৈজ্ঞানিক প্রমানের জন্য মরিয়া হয়ে আয়াতের অপব্যাখ্যা করা শুরু করে দেয়।

আফসোস, পরাজিত মানসিকতার মুসলিমদের জন্য। তারা বিজ্ঞানের মতো নিকৃষ্ট ও মানব রচিত কিছু কল্প কাহিনীর সাথে কুরআনকে মিলাতে চায়। কুরআনকে অসম্মানিত করতে চায়। কোথায় কুরআন আর কোথায় অপবিজ্ঞান? কোথায় আসমানী কিতাব আর কোথায় দুর্ঘন্থময় বস্তুবাদী অপবিজ্ঞান?

নাস্তিকদেরকে বলে দিন। হা, কোরআন অবশ্যই অবৈজ্ঞানিক। কোরআন এই নিকৃষ্ট বিজ্ঞানের ধার ধারে না। কুরআন ইউনিক। কোরআন কুরআনিক। কোরআন হেকমতময়। কুরআন প্রজ্ঞাময়। কোরআন জ্ঞানময়। কুরআন অতুলনীয়। কুরআন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কুরআন পরিপূর্ণ। কুরআন পবিত্র। কুরআন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাশক্তিশালী আসমানী কিতাব।

গোপন সরকার:

আমরা জানি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই একটি করে সরকার আছে। কিন্তু আমরা এটা জানি না যে, এসব কথিত পুতুল সরকারের পিছনে আরেকটি গোপন সরকার আছে। আর সেই গোপন সরকারের প্রধান হচ্ছে দাজ্জালা। আপাতত সেটা দাজ্জালের সেনাবাহিনী অর্থাৎ সিক্রেট সোসাইটির এলিটরা চালাচ্ছে।

পৃথিবীর বেশির ভাগ সরকার এই সিক্রেট গভমেন্ট দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এমনকি আমাদের বিডিও। যেহেতু বিডি গভ জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন দাজ্জালি অর্গানাইজেশনের হাতে বায়আত নিয়েছে। সেহেতু, এটা খুব স্বাভাবিক যে, বিডি গভ দাজ্জালের জন্যই কাজ করবে। সুতরাং বিডির দায়িত্বশীলদের (দ্বীনি রাহবার) সতর্ক হওয়া উচিত।



নাস্তিকরা ইসলামকে ঠিকই বুঝেছে, উল্টো মুসলিমরাই বুঝেনি:

নাস্তিকরা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করার জন্য, বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলে:

"কুরআন বলেছে, পৃথিবী সমতল ও স্থির। অথচ বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত যে পৃথিবী বলাকার ও ঘূর্ণায়মান। সুতরাং কুরআন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।"

ব্যাস, আপনিও এবার উঠে পরে লেগেছেন, কুরআনকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করার জন্য। আপনি কুরআন থেকে আয়াতের অপব্যাখ্যা করে প্রমাণ করে দিলেন, কুরআনেই আছে, পৃথিবী বলাকার ও ঘূর্ণায়মান।

হায় আফসোস, আপনার কি এতটুকু সাহসও নেই যে, উচ্চ আওয়াজে বলবেন। হা, কুরআন যেহেতু পৃথিবীকে স্থির ও সমতল বলেছে, সুতরাং পৃথিবী তাই।

আরেহ ভাই, কাফেররা তো বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ই ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য। আর আপনি কিনা ওই বিজ্ঞানের ভিতরে ঢুকেই ওদেরকে উত্তর দিচ্ছেন।

নাস্তিকরা ইসলামকে খুব ভালো করেই বুঝেছে। কিন্তু মানে না। ইচ্ছা করেই তারা বিরোধিতা করে। কারণ এতে তাদের খোদারা (কাফের / শয়তান) খুশি হয়।
অপরদিকে মুসলিমরাই ঠিকমতো বুঝেনি।

SCIENCE VS. RELIGION

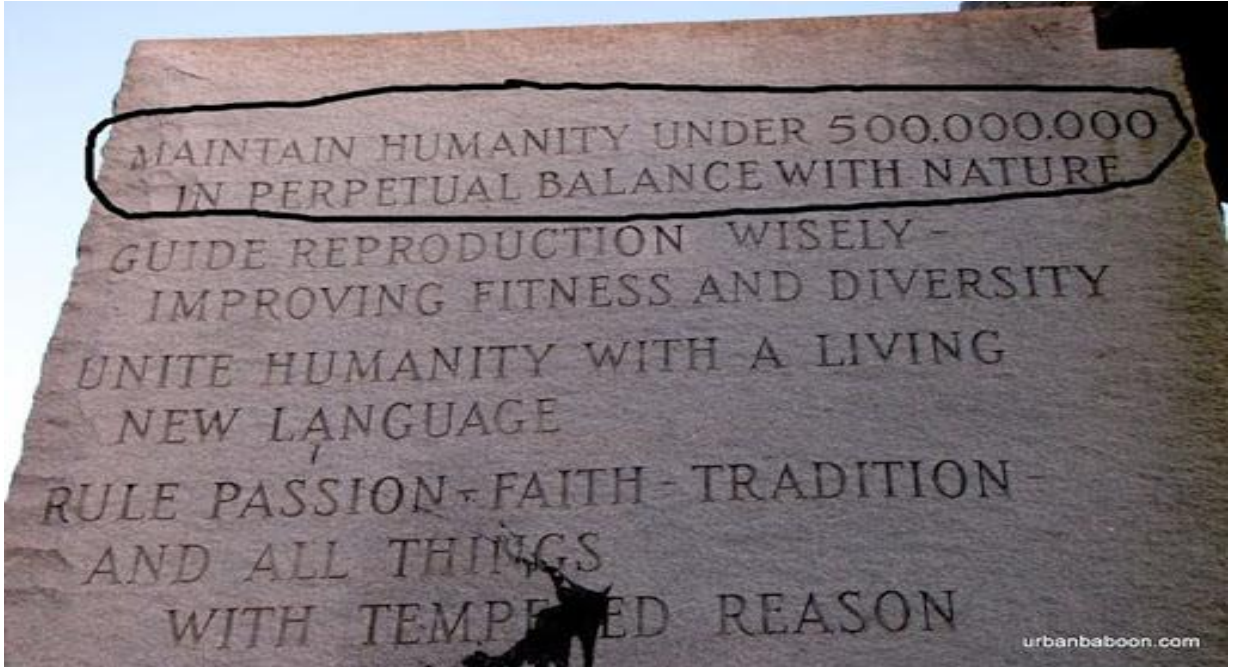


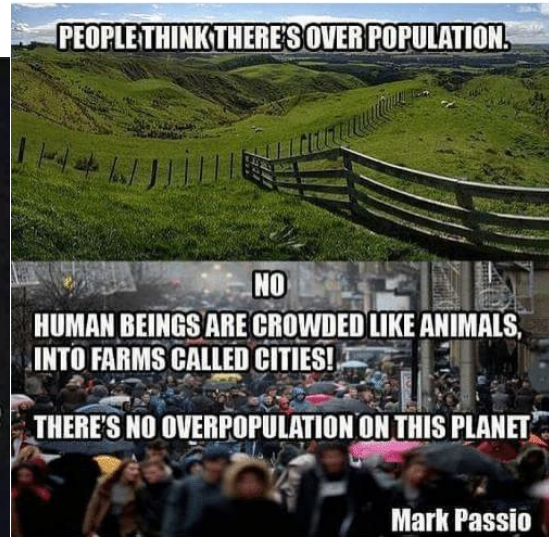
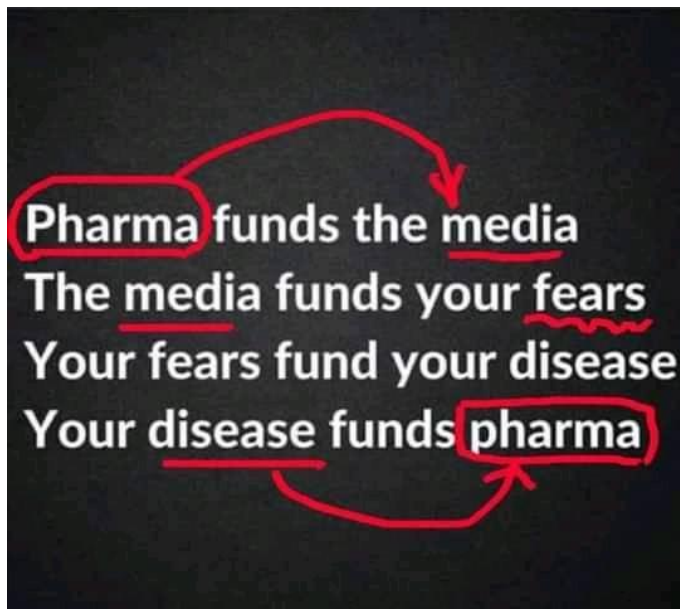
পপুলেশন ব্লাস্ট হোয়াক্স:

এলিটরা ওভার পপুলেশনের আওয়াজ তুলে ডিপপুলেশন বাস্তবায়ন করতে চায়।

অথচ আল্লাহর দুনিয়ায় জায়গার অভাব নেই। সব মানুষকে আধুনিক জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে, শহর মুখী করে, শহর গুলোকে ওভার পপুলেটেড বানিয়ে, সেটাই পুরো বিশ্বের ক্ষেত্রে চালিয়ে দিচ্ছে। শুধু শহরের জরিপ দেখে সাধারণ মানুষও মনে করে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ধারণক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে।

ভালো করে জেনে নিন আল্লাহ তায়ালা এই জমিনকে বিশাল ও বিস্তৃত করে বিছিয়ে দিয়েছেন। আবাস ও রিজিকের কোনো অভাব নেই, আলহামদুলিল্লাহ। বরং দাজ্জালের বাহিনী সুকৌশলে সবকিছুকে কুক্ষিগত করে রেখে, কৃত্রিম ভাবে সংকট সৃষ্টি করে রেখেছে।





The cities are overpopulated
not the planet



হামাস কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে??

ধরুন, হামাস সমস্ত ইহুদিদের তাড়িয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করলো। এতে বিজয় কার হলো?

ইসলামের, নাকি কুফুরী গণতন্ত্রের?

হামাস একটা গণতান্ত্রিক দল। তারা ইসলামের জন্য লড়াই করেনা। ক্ষমতার জন্য লড়ে। তারা বিজয়ী হলে ইসলামের কোনোই উপকার হবেনা। মুসলিমরা হয়তো নাম মাত্র একটা গণতান্ত্রিক ভূখণ্ড পাবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র পাবেনা। ঘুরে ফিরে সেই কুফুরী (গণতন্ত্র) চক্রের ভিতরেই আটকিয়ে থাকতে হবে।

আবার খেয়াল করুন, তাদের কারো (জনগণ ও সংগঠন) হাতেই ইসলামের (কালেমা) পতাকা নেই। সবার হাতেই জাতীয়তাবাদের পতাকা। এই পতাকার সাথে তো আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। এই পতাকার জন্য তো আল্লাহর কোনো সাহায্য নেমে আসবে না। এই পতাকার জন্য জুন্দুল্লাহ ফেরেস্তারাও আসবে না। এই পতাকার বিজয় হলে, সেটা অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদ ও কুফুরী গণতন্ত্রের বিজয় হবে। ইসলামের নয়।

আমি মোটেও ফিলিস্তিনের বিপক্ষে বলছি না। সেখানের মুসলিমরা আমাদের ভাই। তারা শত বছর ধরে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। অবশ্যই আমরা তাদের দুঃখে দুঃখিত।

আমি বলছি তাদের আন্দোলনের ভুল নীতি ও পদ্ধতির ব্যাপারে। তাছাড়াও আমরা বেশির ভাগ মুসলিমই আজ ওয়েস্টার্ন কালচারে আসক্ত এবং অভ্যস্ত। পরিপূর্ণ রূপে ইসলামের অনুসারী নোই। গান, বাজনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেপর্দা ইত্যাদি অপসংস্কৃতিতে পূর্ণ মাত্রায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখেছি। ফলে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আর এই অবস্থা থেকে ফিলিস্তিনের মুসলিমরাও মুক্ত নয়।

আর এরকম অবস্থায় তো আল্লাহর সাহায্য নয় বরং আজাব নেমে আসে। আমাদের এসব কর্মকাণ্ডই আসমানী আযাবকে টেনে নিয়ে আসে। আজাব মানেই যে ঝড়, তুফান, ভূমিকম্প ইত্যাদি, তা নয়। আজাব শত্রুর রূপেও আসতে পারে। জালেম শাসকের রূপেও আসতে পারে। মুসলমানরা নিজেদের আত্মসংশোধন না করলে, এ আজাব কখনোই দূর হবে না।

যে জাতি নিজেকে পরিবর্তন করেনা, আল্লাহ সে জাতিকে পরিবর্তন করে দেয় না।

আল্লাহ বলেন:

يَقَوْمَ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ مِّنْ يَّحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مِّنْ مُّعَقَّاتٍ لَهُ
دُونِهِ مِّنْ لَهُمْ وَمَا لَهُ مَرَدٌّ فَلَا سُوءًا يَقَوْمُ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّى
وَالٍ مِّنْ

তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা রা' দ - ১৩:১১]

সুতরাং আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে পরিপূর্ণ রূপে ইসলামে ফিরে আসতে হবে। সকল তন্ত্র মন্ত্র এবং অপসংস্কৃতিকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

আসুন ফিলিস্তিন থেকে শিক্ষা নেই। সতর্ক হই। নয়তো আমাদেরও একই অবস্থা হবে। কারণ বাছুর পূজারীদের সমর্থকরা তো আমাদের চারদিকে আছেই।

ওহ, আরেকটি কথা। গণতন্ত্রপ্রেমী মডারেটদের জন্য হামাস ও হিজবুল্লাহ (শিয়া সংগঠন) খুব ভালো দুটি সংগঠন। কিন্তু ইসলামপ্রেমী মুমিনদের জন্য নয়।

আল্লাহ আমাদেরকে হক ও বাতিলকে চিনার তৌফিক দান করুন।



ঈসা (আ) কি জীবিত, নাকি মৃত? ফিরে আসবেন, নাকি আসবেন না? সংশয় নিরসন:

আমরা সবাই খুব ভালো করে জানি যে, ইহুদিরা যখন ঈসাকে (আ) হত্যা করতে এসেছিলো তখন আল্লাহ তায়ালা ঈসাকে (আ) নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। এবং শেষ জমানায় আল্লাহ উনাকে আবার দুনিয়াতে পাঠাবেন, দাজ্জালকে হত্যা ও ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য। কিন্তু একদল মানুষ এটা নিয়ে পানি ঘোলা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। তারা এই বিষয়টা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, এখনো ছড়াচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম দুটি দল হলো কাদিয়ানী ও আহলে কুরআন সম্প্রদায়। এই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট দল দুটির ফাঁদে পা দিয়ে অনেক সাধারণ মুসলিমও বিভ্রান্ত হচ্ছে। ইদানিং আবার সাবেক এক নাস্তিক, যে কিনা হঠাৎ করে আবার ইসলামে ফিরে আসার ঘোষণা (নাটক মনে হচ্ছে) দিয়েছে। সে এগুলো নিয়ে খুব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে হাদিসের সাথে কোরআনকে না মিলাতে পেরে নাস্তিক হয়েছে বলে শুনেছিলাম। এখন সে আহলে কোরআন (হাদিস বাদ দিয়ে শুধু কোরআনের অনুসারী) হয়ে ফিরে এসে বিভ্রান্তিকর কথা বার্তা প্রচার করছে।

কিছু মুসলিম ভাইকেও এই ফাঁদে পা দিতে দেখেছি। হাদিস কখনোই কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়না। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও সমস্বয়ের যোগ্যতা না থাকায় এমনটা মনে হয়। ফলে হাদীসকে সাংঘর্ষিক মনে হয় এবং শেষ মেশ হাদীসকেই বাদ দিতে

চায়, নাউযুবিল্লাহ। ইদানিং, ছোয়াচে রোগের মতো এই মানসিক রোগটাকে অনেকের মধ্যেই সংক্রমিত হতে দেখছি।

তাই, আজকে এই আটিকেলের দ্বারা উম্মতকে, এই রোগ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই আমরা এই সংক্রান্ত আয়াত গুলো দেখে নিবো। সূরা নিসার ১৫৭, ১৫৮ ও ১৫৯ আয়াতের অনেকগুলো অনুবাদ এবং কিছু তাফসীর দিয়ে বিষয়টাকে স্পষ্ট করবো ইনশাআল্লাহ।

৪:১৫৭ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (১৫৭)

এবং তাদের এ কথার কারণে যে, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি’। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন

জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। (আল-বায়ান)

আর ‘আমরা আল্লাহর রসূল মাসীহ ঈসা ইবনু মারইয়ামকে হত্যা করেছি’ তাদের এ উক্তির জন্য। কিন্তু তারা না তাকে হত্যা করেছে, না তাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে, কেবলমাত্র তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল, আর যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তারাও এ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছিল। শুধু অমূলক ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। (তাইসিরুল)

এবং “আল্লাহর রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি” বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শুলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি। (মুজিবুর রহমান)

And [for] their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah." And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And

indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him, for certain. (Sahih International)

এতক্ষন সূরা নিসার ১৫৭ নং আয়াতের কয়েকটি অনুবাদ দেখলেন।
এবার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর দেখুন।

১৫৭. আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় 'ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং দ্রুশবিদ্ধও করেনি; বরং তাদের জন্য (এক লোককে) তার সদৃশ করা হয়েছিল।(১) আর নিশ্চয় যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি,

(১) এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, ওরা ঈসা আলাইহিস সালাম-কে হত্যাও করতে পারেনি, শুলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সন্দেহ কি ছিল এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, সব বর্ণনার সার কথা হচ্ছে, ইয়াহুদীরা যখন ঈসা আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তার ভক্ত-সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। ঈসা আলাইহিস সালামও সেখানে

উপস্থিত হলেন। তখন চার হাজার ইয়াহুদী দূরাচার একযোগে গৃহ
অবরোধ করলো। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম স্বীয় ভক্ত অনুচরগণকে
সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এই ঘর থেকে বের
হতে ও নিহত হতে এবং আখেরাতে জান্নাতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত
আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঈসা
আলাইহিস সালাম নিজের জামা ও পাগড়ী তাকে পরিধান করালেন।
অতঃপর তাকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ করে দেয়া হলো।
যখন তিনি ঘর থেকে বের হলেন, তখন ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস
সালাম মনে করে তাকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং গুলে চড়িয়ে হত্যা
করলো। অপরদিকে ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা
আসমানে তুলে নিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইয়াহুদীরা এক লোককে ঈসা
আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতোপূর্বে
আল্লাহ তা'আলা তাকে আকাশে তুলে নেয়ায় সে তার নাগাল পেল না।
বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মত হয়ে
গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন অন্যান্য
ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা আলাইহিস সালাম মনে করে পাকড়াও করলো,
এবং গুলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। উক্ত বর্ণনা দুটির মধ্যে যে কোনটিই
সত্য হতে পারে। কুরআনুল কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি।

অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।
অবশ্য কুরআনুল কারীমের আয়াত ও তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনার সমন্বয়ে
সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল।
তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিষ্কিণ্ড হয়ে শুধু অনুমান করে বিভিন্ন উক্তি
ও দাবী করছিল।

ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি
হয়েছিল। তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে যে, যারা ঈসা আলাইহিস
সালাম সম্পর্কে নানা মত পোষন করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে
পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই।
তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে ঈসা আলাইহিস
সালাম-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে
নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে,
সম্মিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের
লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ঈসা
'আলাইহিস সালাম-এর মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম।
তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা আলাইহিস সালাম হয়, তবে আমাদের
প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে ঈসা
আলাইহিস সালামই বা কোথায় গেলেন? মোটকথা: ঈসা আলাইহিস

সালাম সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারা যারাই কথা বলে তারাই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই।

(তাফসীরে জাকারিয়া)

(১৫৭) আর ‘আমরা আল্লাহর রসূল মারয়্যাম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি’ তাদের এ উক্তির জন্য (অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ত্রুসবিদ্ধও করেনি,[1] বরং তাদের জন্য (অন্য একজনকে ঈসার) আকৃতি দান করা হয়েছিল।[2] নিঃসন্দেহে যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, বস্তুতঃ তারা এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এবং অনুমানের অনুসরণ ছাড়া এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না।[3] আর এ নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

[1] এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে বা শূলে চড়াতে (ত্রুসবিদ্ধ করতে) কোনটিতেই সফল হয়নি যেমনটি তাঁদের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় ছিল। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের ৫৫নং আয়াতের টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে।

[2] এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ঈসা (আঃ) ইয়াহুদীদের হত্যা করার চক্রান্তের কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁর ভক্ত ও সহচরবৃন্দকে এক স্থানে সমবেত করলেন, যাদের সংখ্যা ১২ অথবা ১৭ ছিল। এবং তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার স্থানে নিহত হতে প্রস্তুত আছ? যাকে আল্লাহ তা'আলা আমার মত আকার-আকৃতি দান করবেন।

তাঁদের মধ্যে একজন যুবক প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সুতরাং ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর নির্দেশে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হল। এরপর ইয়াহুদীরা এসে ঐ যুবককে নিয়ে গেল এবং ত্রুসবিদ্ধ করল, যাঁকে মহান আল্লাহ ঈসা (আঃ)-এর মত আকৃতি দান করেছিলেন। আর ইয়াহুদীদের ধারণা হল যে, তারা ঈসাকেই ত্রুসবিদ্ধ করতে কৃতকার্য ও সক্ষম হয়েছে। অথচ তিনি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; বরং তাঁকে জীবিত অবস্থায় সশরীরে নিরাপদে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর)

[3] ঈসা (আঃ)-এর মত আকৃতিবিশিষ্ট লোকটিকে হত্যা করার পর ইয়াহুদীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়; একদল বলে, ঈসাকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য একদল বলে, ত্রুসবিদ্ধ ব্যক্তি ঈসা নয়; বরং অন্য কোন ব্যক্তি। এরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা ও ত্রুসবিদ্ধ করার কথা অস্বীকার করে। আবার অন্য একদল বলে, তারা ঈসা (আঃ)-কে আসমানে চড়তে স্বচক্ষে দেখেছে। কিছু মুফাসসির বলেন, উক্ত মতভেদ থেকে উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং নাসারাদের নাস্তুরিয়া নামক একটি ফির্কা বলে যে, ঈসা (আঃ)-কে তাঁর মানবিক দেহ হিসাবে ত্রুসবিদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে নয়। আবার মালকানিয়া নামক একটি ফির্কা বলে, মানবিক ও ঐশ্বরিক উভয়ভাবেই তাঁকে হত্যা ও ত্রুসবিদ্ধ করা হয়েছে। (ফাতহুল ক্বাদীর) যাই হোক তারা মতবিরোধ, সংশয় ও সন্দেহের শিকার।

(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

উপরে আমরা আয়াতের অনুবাদ ও তাফসীর থেকে স্পষ্ট জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ) কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তিনি আবার ফিরে আসবেন। এ ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত।

আর পরবর্তী আয়াতে তো আল্লাহ তায়ালা একদম স্পষ্ট করে এ কথা বলে দিয়েছেন।

এবার ১৫৮ নং আয়াতের কিছু অনুবাদ ও তাফসীর দেখুন।

অনুবাদ:

৪:১৫৮ (১৫৮) بَلِّغْهُ اللَّهُ إِلَهِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

বরং আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল-বায়ান

বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী। (তাইসিরুল)

পরন্তু আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন, এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী। (মুজিবুর রহমান)

Rather, Allah raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and Wise. (Sahih International)

তাফসীর:

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।(১)

(১) “আল্লাহ অতি পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা (প্রজ্ঞাময়)।” ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস্ সালাম-কে হত্যা করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যখন তার হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তার অসীম কুদরত ও অপার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তার প্রতিটি কাজে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম-কে সশরীরে আকাশে উত্তোলনের সত্যটি উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

(তাফসীরে জাকারিয়া)

(১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন[1] এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[2]

[1] এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের অলৌকিক শক্তি দ্বারা ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে তুলে নিয়েছেন। বহুধা সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও এ কথা প্রমাণিত

আছে। এ সকল হাদীস হাদীসের সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সে সব হাদীসে ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেওয়া ছাড়াও পুনরায় প্রলয় দিবসের প্রাক্কালে পৃথিবীতে তাঁর অবতরণ এবং আরো বহু কথা তাঁর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এই সমস্ত হাদীসগুলিকে বর্ণনা করার পর শেষে লিখেছেন যে, উল্লিখিত হাদীসগুলি রসূল (সাঃ) হতে বহুধা সূত্রে প্রমাণিত। এই হাদীসগুলির বর্ণনাকারীগণ হলেনঃ আবু হুরাইরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উসমান বিন আবুল আ'স, আবু উমামা, নাওয়াস বিন সামআন, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স, মুজাম্মে' বিন জারিয়াহ, আবু সারীহাহ এবং হুযাইফা বিন উসায়দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাবুন্দ। এই সমস্ত হাদীসে তিনি কোথায় ও কিভাবে অবতরণ করবেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি দিমাশকের মিনারা শারকিয়াতে ফজরের নামাজের ইকামতের সময় অবতরণ করবেন। তিনি শূকর হত্যা করবেন, দ্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন ও জিযিয়া কর বাতিল করে দিবেন। তাঁর শাসনামলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তাঁর যুগেই ইয়াজুজ ও মাজুজ ও তাদের ফিতনা-ফাসাদের প্রকাশ ঘটবে এবং তাঁর বদুআতে তারা বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

[2] অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী ও বিজয়ী, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ রদ করতে পারে না। যে তাঁর আশ্রয়ে চলে আসবে, তার বিরুদ্ধে

যে যতই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করুক না কেন, তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি হচ্ছেন মহাপ্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের ভিতরে হিকমত, যুক্তি ও নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে।

(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

এবার তো আর কোনো কথাই থাকলো না। তারপরেও পথভ্রষ্ট লোকেরা এখানে আপত্তি তুলে বলে: "উঠিয়ে নেয়া মানে, মৃত্যু দিয়ে উঠিয়ে নিয়েছেন"। অর্থাৎ তারা বলতে চায়, ঈসা (আ) কে সশরীরে (জীবিত) উঠিয়ে নেয়া হয়নি, বরং মৃত্যু দিয়ে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। ইলমের গভীরতা না থাকলে যা হয় আরকি। আর এই বিষয়টা নিয়েই তারা সবচেয়ে বেশি অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ যে কেউ এই দুই আয়াতের শুধু অনুবাদ পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারবে। তাফসীর আর হাদিসের কথা তো বাদই দিলাম।

এই পথভ্রষ্ট লোকগুলো কোরআনও ঠিকমতো অধ্যয়ন করেন। কারণ এর পরের আয়াতেই ঈসা (আ) এর ফিরে আসার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া আছে। কিন্তু সেটা তাদের চোখে পড়ে না। বা ধরতে পারে না। বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এড়িয়ে যায়।

এবার চলুন ১৫৯ আয়াতটি দেখি।

অনুবাদ:

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ

شَهِيدًا (١٥٩)

কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না* এবং কিয়ামতের দিনে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। আল-বায়ান

কিতাবওয়ালাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে না, আর ক্রিয়ামাতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (তাইসিরুল)

এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিনে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (মুজিবুর রহমান)

And there is none from the People of the Scripture but that he will surely believe in Jesus before his death. And on the Day of Resurrection he will be against them a witness. (Sahih International)

* কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আঃ যখন অবতরণ করবেন, তখন সে যুগের ইয়াহুদী ও নাসারারা পুরো বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং

সকলেই মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে; কিন্তু ফির'আউনের মত তাদের ঈমান তখন কোন কাজে আসবে না।

তাফসীর:

১৫৯. কিতাবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে (১) তার উপর ঈমান আনবেই। আর কেয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।(২)

(১) অর্থাৎ ইয়াহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকেও অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল। এ আয়াতের ۞ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে শব্দে ইয়াহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইয়াহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন আখেরাতের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান

তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফির'আওনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি। এ আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেরীগণের বিপুল জামা'আত কর্তৃক গৃহীত ও সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো موتہ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে।

এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তাফসীর হলো, কিতাবীরা এখন যদিও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইয়াহুদীরা তো তাকে নবী বলে স্বীকারই করে না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করে।

অপরদিকে নাসারারা যদিও ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামকে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইয়াহুদীদের মতই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর দ্রুশবিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম-কে স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআনুল কারীমের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে যে, ইয়াহুদী ও নাসারারা বর্তমানে যদিও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তার প্রতি পুরোপুরি ঈমান

আনয়ন করবে। নাসারারা তখন মুসলিমদের মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইয়াহুদীদের মধ্যে যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈসা ইবন মারইয়াম 'আলাইহিস সালাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন, শুকর নিধন করবেন এবং দ্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন - তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছেঃ “আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তার মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। [বুখারীঃ ৩৪৪৮] আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এর অর্থ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বে। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তখন তোমাদের কেমন লাগবে? যখন ঈসা 'আলাইহিস সালাম তোমাদের মাঝে

আগমন করবেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে ইমাম হবেন। [বুখারীঃ ৩৪৪৯] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! অবশ্যই ইবন মারইয়াম ‘ফাজ্জ আর রাওহা’ থেকে হজ্জ বা উমরা অথবা উভয়টির জন্যই ইহরাম বাঁধবেন। [মুসলিম: ১২৫২]

অন্য হাদীসে এসেছে, ইবন মারইয়াম দাজ্জালকে বাবে লুদ এ হত্যা করবে। [তিরমিযী ২২৪৪] মোটকথা: কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যখন তিনি আসবেন তখন সমস্ত বিভ্রান্ত নাসারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে।

(২) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তিনি সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তাদের কাছে তার রবের রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন এবং তিনি যে বান্দা এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। [তাবারী]

(তাফসীরে জাকারিয়া)

(১৫৯) ঐশীগ্রন্থধারীদের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে (ঈসাকে) বিশ্বাস করবেই[১] এবং কিয়ামতের দিন সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। [২]

[১] আলোচ্য আয়াতে (مَوْتُهُ فِي بَلَدِهِ) এর মধ্যে (তার) সর্বনামটি থেকে কিছু মুফাসসিরগণের মতে খ্রিষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায়

আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক খ্রিষ্টানই নিজ অন্তিম মুহূর্তে ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতের সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু সেই মুহূর্তের ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যা সালাফ ও বহু মুফাসসির কর্তৃক সমর্থিত, তা হলো موتہ (তার মৃত্যু) শব্দের সর্বনামে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, যখন তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করার পর, ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে মগ্ন হবেন এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে। অবশিষ্ট আহলে কিতাবরা ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমান আনবে। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রসূল (সাঃ) বলেছেন, “যাঁর হাতে আমার জীবন আছে সেই সত্তার কসম! অবশ্যই এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারয়্যাম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন, ত্রুস ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশী হবে যে, (দান বা সাদকা) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদাহ্ দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম হবে।” (অর্থাৎ, কিয়ামত নিকটে জানার কারণে ইবাদত

মানুষের কাছে অতি প্রিয় হবে।) এ হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে, কুরআন কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার, (مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لِيُؤْمِنَنَّ إِلَّا كِتَابَ الْاَهْلِ مِنْ وَانٍ) অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। (বুখারীঃ কিতাবুল আশিয়া) এই হাদীস এত অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তার ফলে তা ‘মুতাওয়াতির’ হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। আর এই ‘মুতাওয়াতির’ শুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহর সর্বসম্মত আকীদাহ মতে ঈসা (আঃ) আসমানে জীবিত আছেন এবং কিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি দুনিয়াতে আসবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, সমস্ত ধর্মের অবসান ঘটাবেন, সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করবেন। ইয়া’জুজ ও মা’জুজ তাঁর সময়েই প্রকাশ হবে এবং তাঁর বদুআর কারণে ইয়া’জুজ ও মা’জুজের ফিতনার অবসান ঘটবে।

[2] এই সাক্ষ্য তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কিত হবে, যেমন আল্লাহ সূরা মায়েদায় উল্লেখ করেছেন, {فِيهِمْ ذُمْتُ مَّا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكُنْتُ} অর্থাৎ, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। (আয়াত ১১৭)

(তাফসীরে আহসানুল বায়ান)

১৫৯ নং আয়াতের দ্বারা তো এ কথা একদম পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ঈসা (আ) অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং সমস্ত আহলে কিতাবগণ উনার উপর ঈমান আনবে।

সারমর্ম: উপরোক্ত ৩ টি আয়াত থেকে আমরা যা জানতে পারলাম।

১) ঈসা (আ) কে ইহুদিরা হত্যা করতে পারেনি।

২) আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ) কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।

৩) শেষ জমানায়, আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি আবার ফিরে আসবেন।

৪) সমস্ত আহলে কিতাবগণ উনার উপরে ঈমান আনবে।

শুধু কুরআন দিয়েই প্রমাণ করে দিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। অন্যদিকে, অসংখ্য হাদিস তো আছেই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

দাজ্জাল নিয়ে কি গবেষণা করার কিছু নেই?

সাহাবীরা দাজ্জালের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। এমনকি তারা দাজ্জালকে খুঁজে বের করার চেষ্টাও করেছেন। হত্যাও করতে চেয়েছেন। যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। অথচ কিছু ভাই, জ্ঞানের সল্পতার কারণে বলেন: "দাজ্জাল নিয়ে গবেষণা করার কিছু নেই। সময় হলে সে নিজেই বের হবে"। আফসোস, তাদের অপরিপক্বতার জন্য।

দাজ্জালি ফেতনা অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ফেতনা . আদম (আ) থেকে শুরু করে দুনিয়ার ভিতর সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো দাজ্জালি ফেতনা . প্রত্যেক নবী রাসূল দাজ্জালের ব্যাপারে নিজ নিজ উম্মাহকে সতর্ক করে গেছে . সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, এটা কত ভয়াবহ একটি ফেতনা . আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন .

নেতা নাকি স্পাই??

এমন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়যে, কোনো মুসলিম সংগঠনের নেতা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমই নয় বরং অন্যদের এজেন্ট বা সরাসরি অন্য ধর্মের অনুসারী। কিন্তু সে মুসলিম সেজে বিভিন্ন ত্যাগের নাটক দেখিয়ে বর্তমানে মুসলিমদের আস্থা অর্জন করেছে। আর মুসলিমরাও যাচাই বাছাই ছাড়াই তার নেতা বা শাইখকে অন্ধের মতো অনুসরণ বা পূজা করে যাচ্ছে।

ইতিহাস আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়যে, অনেকেই বিভিন্ন আন্দোলনের দ্বারা একটি জাতি বা গোষ্ঠীর বিশ্বাস অর্জন করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ওই জাতির শত্রুর পক্ষে কাজ করে। এবং ধীরে ধীরে শত্রু পক্ষের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে থাকে। বিষয়টা এতো সুক্ষ ও কৌশলে করা হয়যে, সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা বড় বড় বিশ্লেষকরাও ধরতে পারেনা।

প্রকৃত শিক্ষিত কে বা কারা??

যারা আদমের আ: বংশধর, তারা প্রথম থেকেই শিক্ষিত একজন মানুষের বংশ। কারণ উনাকে জান্নাত থেকেই সব শিখিয়ে দিয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি হায়ার এডুকেশন বা ডিগ্রি নিয়েই দুনিয়ায় এসেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ

أُنْيُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্ রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্ রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। [সূরা বাকারা - ২:৩১]

يُمُ الْحَكِيمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদের শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। [সূরা বাকারা - ২:৩২]

قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَلَمْ أَقَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! [সূরা বাকারা - ২:৩৩]

আর যারা নিজেকে (কথিত প্রস্তুত) বানরের বংশ দাবি করে তারাই মূলত অশিক্ষিত, মূর্খ, জংলী ও অসভ্য।

শরীয়া কায়েম করলে নাকি বিপদ হবে?

পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ আছে ৫০ টি। সবাই নাকি কৌশলগত কারণে (মূলত কাফেরদের ভয়ে) গণতন্ত্র পালন করে। শরীয়া কায়েম করলে নাকি বিপদ হবে।

মডারেটদের কথা হলো, এখনই যদি কোনো ইসলামী দল শরীয়া কায়েম করে তাহলে নাকি কাফেররা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। আর এজন্যই সমস্ত মুসলিম দেশ আপাতত কাফেরদের ভয়ে গণতন্ত্র পালন করে।

আরে ভাই, সব মুসলিম দেশ একসাথে শরীয়া কায়েম করলে কে বাধা দিবে?

কেউ মুসলমানদের সামনে দাঁড়ানোর সাহস পাবে?

আসলে তারা (কথিত মুসলিম শাসকরা) সেটা করবেইনা। কারণ তারা গণতন্ত্রকেই ভালোবাসে।

আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কখনোই পূর্ণ ইসলাম পালন সম্ভব নয়। মুসলমানদের দেশেও নয়।

কিন্তু সকল অপসংস্কৃতি (শয়তানি) পালন করা যায়।

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন।

মুসলিমরা মুক্তি পাবে কিভাবে?

সারা বিশ্বে মুসলিমরা কেন আজ এতো নির্যাতিত?? এটাই যদি উম্মত না বুঝে, তাহলে মুক্তি পাবে কিভাবে?

এটাযে ইসলাম থেকে দূরে যাওয়ার ফলে আসমানী একটা আজাব সেটাই আমরা বুঝিনা।

পুরো পৃথিবীতে মুসলিমদের লাঞ্চিত হওয়ার প্রধান কারণই তো ইসলাম থেকে দূরে সরে বিভিন্ন অপসংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নেয়া।

এই আজাব থেকে বাঁচতে হলে পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে হবে। অন্য কোনো কিছুতেই কাজ হবেনা।

সাময়িক কিছু ফল পেলেও, কিছুদিন পর আবার নতুন আজাব আসবে। তাই স্থায়ী সমাধানের (পূর্ণাঙ্গ ইসলাম) দিকে ফিরে আসুন।

হকপত্তী বোনদের জন্য ছোট্ট একটি পরামর্শ:

অনেক বোন আছেন, যারা ফেসবুক থেকে কিছুটা এলম অর্জন করার চেষ্টা করেন। তারা অন্যান্যদের মতো নয়। অর্থাৎ বিনোদনের জন্য ফেবুতে আসেন না। বরং দ্বীনের কিছু খেদমতের জন্য আসেন।

এক্ষেত্রে নিজের আইডির নামে কোনো মেয়েলি নাম ব্যবহার না করলেই ভালো হবে। এতে বোনটাও যেমন নিরাপদ থাকবে তেমনি, ব্যাধিগ্রস্ত পরুষরাও ফেতনায় পড়বেনা, ইনশাআল্লাহ। কারণ অনেকেই আছে, মেয়ে আইডি দেখলেই খাতির করার চেষ্টা করে। তাদের থেকে বোনেরা নিরাপদে থাকতে পারবে।

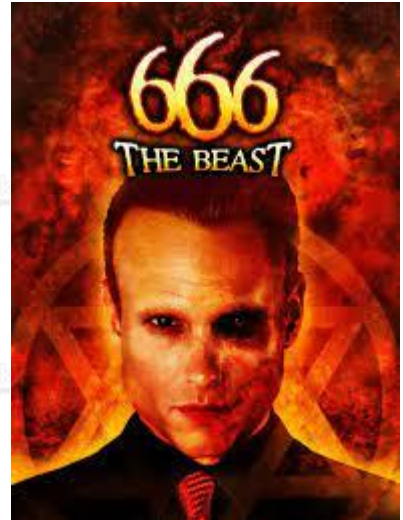
সুতরাং বোনদের উচিত, নিজের প্রোফাইল নামের সাথে টাইমলাইনও এমন ভাবে সাজানো, যেন কেউ বুঝতেই না পারে যে এটা কোনো মেয়ের আইডি।

জাযাকিল্লাহ

৬৬৬ (666) এবং ৯৯৯ (999) সমাচার:

৬৬৬ জিনিস, সেটা আমরা সবাই জানি. কিন্তু ৯৯৯ কি? এটা আমরা অনেকেই জানিনা. ৬৬৬ (666) কে উল্টালেই হয় ৯৯৯ (999). আর ৯৯৯ হলো ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা. অর্থাৎ হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী. বর্তমানে আপনারা এ দুটো সংখ্যারই বহুল ব্যবহার দেখে থাকবেন. কখনো ইমার্জেন্সি কল নাম্বারের দ্বারা, কখনো পাসেন্টিজের (99.9%) দ্বারা, কখনো সাইন সিগ্নলের দ্বারা. মোট কথা বিভিন্ন ভাবে এটা প্রচার হয়ে থাকে . এর দ্বারা মূলত দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ মাজুজকে প্রমোট করা হচ্ছে. মানুষকে দাজ্জালের (৬৬৬) অনুসারী বানিয়ে, ইয়াজুজ মাজুজের দলে অর্থাৎ ৯৯৯ জনের অন্তর্ভুক্ত করে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানানোর প্রচেষ্টা চলছে.





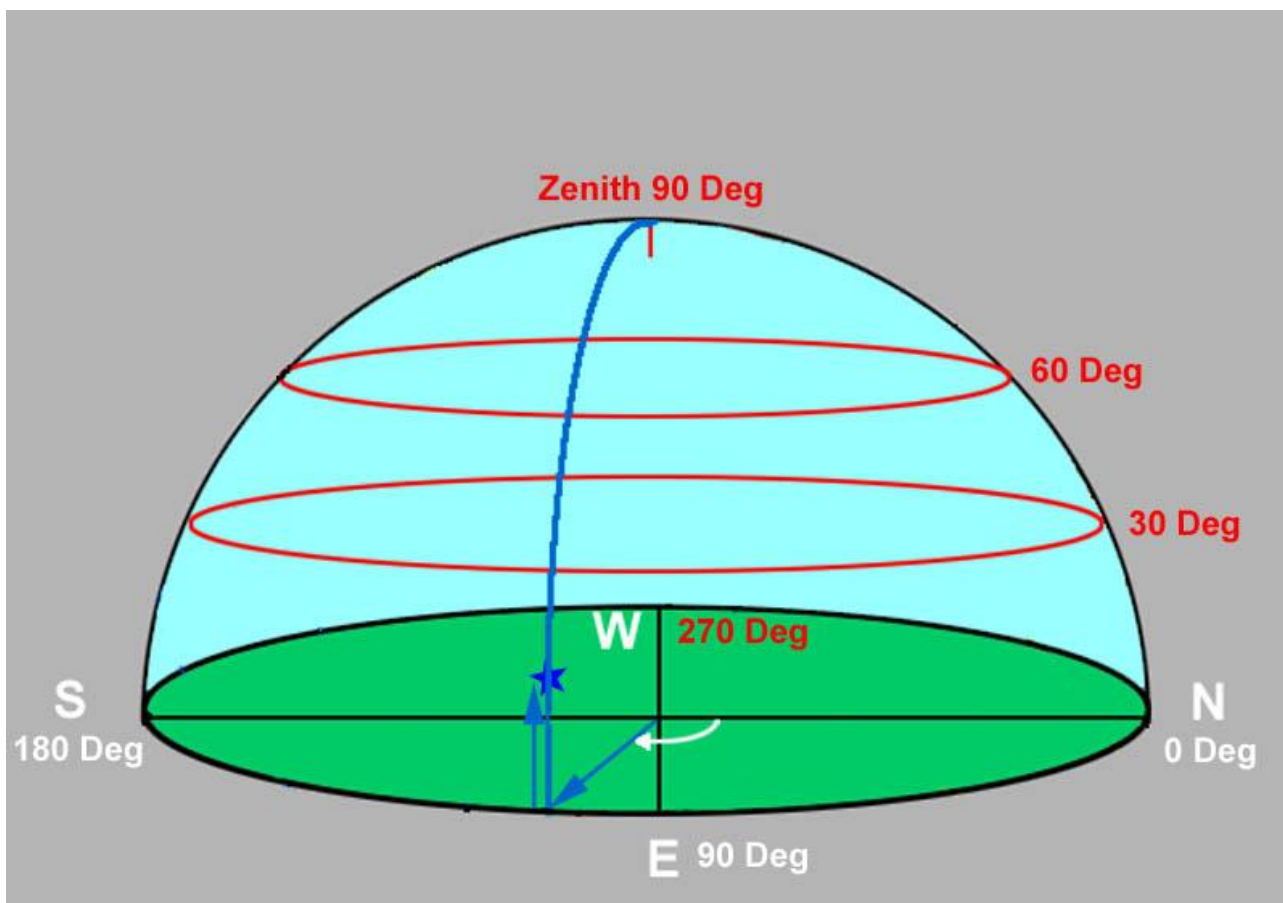
অধ্যায় - ৬ (সমতলে বিছানো দুনিয়া):

ISS (ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন) সমাচার:

এটা নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। কেউ এটার গুণগানে আত্মহারা হয়ে যায়। আবার কেউ অস্তিত্ব নেই বলে উড়িয়ে দেয়। তবে কোনো পক্ষই এটাকে নিজ চোখে দেখেছে বলে মনে হয়না। বিভিন্ন ভিডিও এবং পিকচারই তাদের ভরসা।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বপ্রথমে, আল্লাহর একটি কথাকে মাথায় রাখতে হবে। আল্লাহ, ফাসেকদের (নাসা) আনীত খবরকে যাচাই ছাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং, বিশুদ্ধ কোনো সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত, ওদের দেয়া তথ্য মেনে না নেয়াই মুমিনের শান।

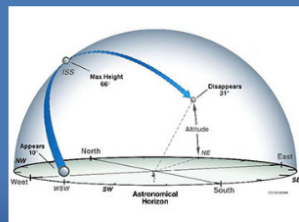
দ্বিতীয়ত, এটা যদি থেকেও থাকে। তাতেও কোনো সমস্যা নেই। এটা দিয়ে বলাকার পৃথিবী প্রমাণ করা যায়না। এটা এটার জায়গায় থাকবে, আর সমতলে বিছানো পৃথিবী, তার নিজস্ব অবস্থানে থাকবে। এবার ISS এর ওয়েবসাইটে দেয়া ছবিটা দেখুন। গম্বুজ বিশিষ্ট আকাশকেই হাইলাইট করা হয়েছে। অর্থাৎ কক্ষপথে ঘূর্ণন করছেন। বরং সমতলে বিছানো পৃথিবীতে পশ্চিম থেকে উৎক্ষেপিত হয়ে পূর্বে নেমে যাচ্ছে। আবার চক্রাকারেও ঘুরতে পারে। ব্যাস, এতটুকুই। এটা এমন বিশাল কিছু নয়। আবার সব কিছু স্টুডিওর কারসাজির হতে পারে। আবারো বলছি, যদি ISS থেকেও থাকে, সেটা গম্বুজ বিশিষ্ট আসমানের ভেতরেই আছে। এবং সমতলে বিছানো পৃথিবীতেই আবর্তন করছে। এর বেশি কিছু না।



*Max Height is measured in degrees (also known as elevation). It represents the height of the space station from the horizon in the night sky. The horizon is at zero degrees, and directly overhead is ninety degrees. If you hold your fist at arm's length and place your fist resting on the horizon, the top will be about 10 degrees.

✚ **Appears** is the location in the sky where the station will be visible first. This value, like maximum height, also is measured in degrees from the horizon. The letters represent compass directions -- N is north, WNW is west by northwest, and so on.

✚ **Disappears** represents where in the night sky the International Space Station will leave your field of view.



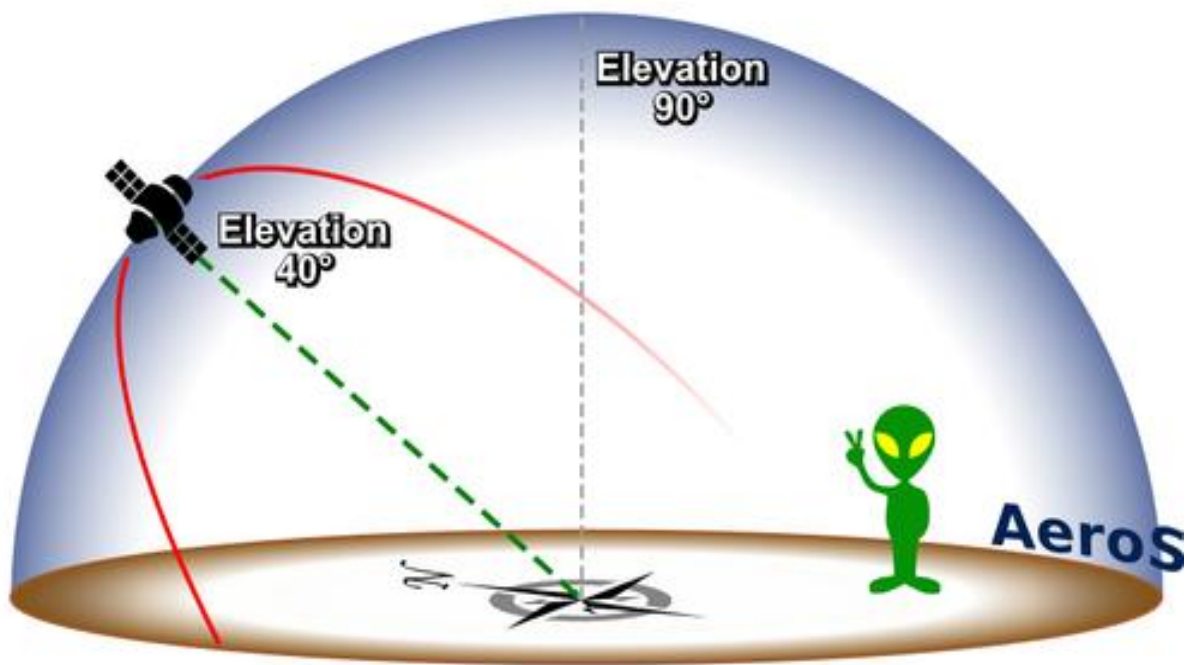
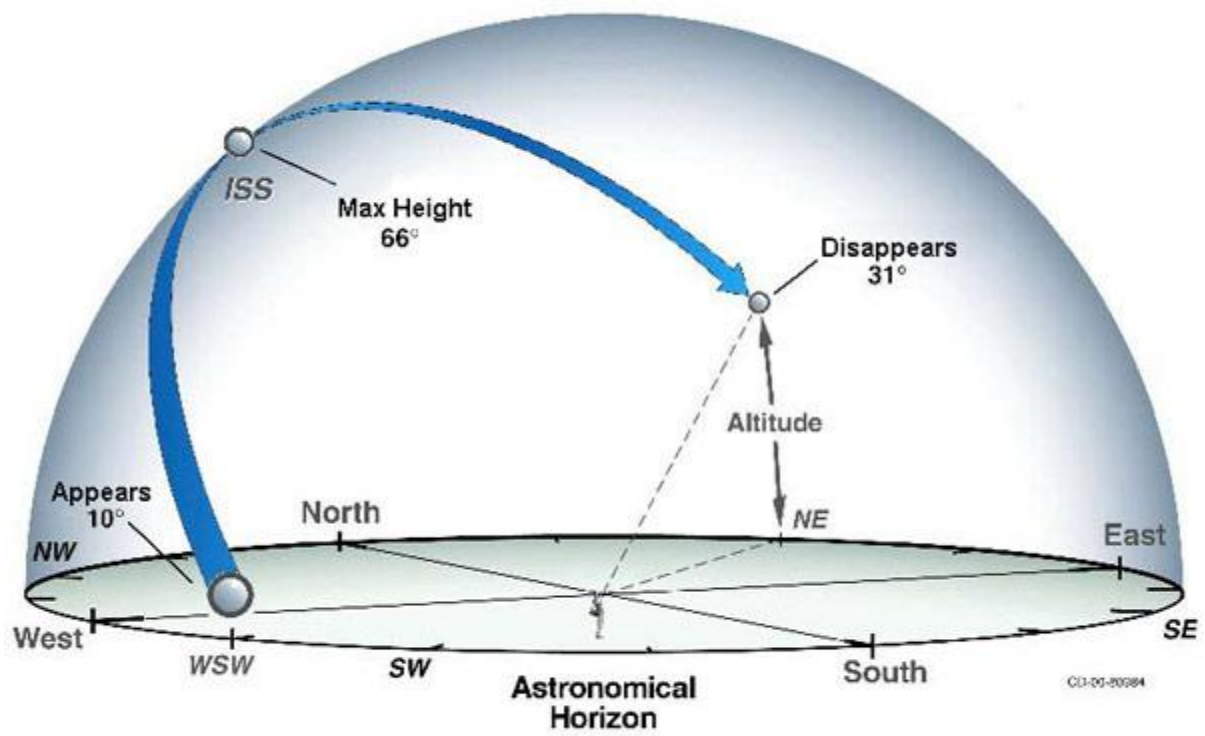
| Date | Visible | Max Height* | Appears | Disappears | Share Event |
|---------------------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Tue Jan 12, 5:34 AM | 4 min | 81° | 38° above NW | 13° above SE | f t |
| Wed Jan 13, 4:48 AM | < 1 min | 30° | 30° above E | 22° above ESE | f t |
| Wed Jan 13, 7:43 PM | < 1 min | 13° | 11° above SW | 13° above SW | f t |
| Thu Jan 14, 5:36 AM | 2 min | 17° | 17° above SW | 11° above SSW | f t |
| Thu Jan 14, 6:56 PM | 3 min | 48° | 10° above SSW | 48° above SSE | f t |
| Fri Jan 15, 4:51 AM | < 1 min | 13° | 13° above SSE | 11° above SSE | f t |
| Fri Jan 15, 6:08 PM | 5 min | 25° | 10° above S | 16° above E | f t |
| Fri Jan 15, 7:46 PM | < 1 min | 12° | 11° above W | 12° above WNW | f t |
| Sat Jan 16, 6:59 PM | 2 min | 29° | 24° above W | 24° above NNW | f t |
| Sun Jan 17, 6:11 PM | 4 min | 63° | 35° above WSW | 11° above NNE | f t |
| Tue Jan 19, 6:13 PM | 3 min | 16° | 14° above WNW | 10° above N | f t |

*If you are signed up for alerts please note that you will only receive alerts for flyovers that will reach a Max Height of at least 40°. These flyovers provide the best chance for a sighting opportunity because they are visible above most landscapes and buildings.



National Aeronautics and Space Administration
Page Editor: Bill Keeter
NASA Official: Joseph Ventresca

[No Fear Act](#) [FOIA](#) [Privacy](#) [Office of Inspector General](#) [Agency Financial Reports](#) [Contact NASA](#)



দলিল প্রমান ছাড়াও পৃথিবীকে স্থির ও সমতলে বিছানো দাবি করা যায়:

ধরুন, কারো কাছে কোনো দলিল প্রমান নেই। কোনো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদিও নেই। এবার আমি দাবি করলাম পৃথিবী সমতলে বিছানো এবং স্থির। কারণ আমি পাহাড়ের উপরে উঠেও পৃথিবীকে সমতল দেখতে পাচ্ছি। এবং দুনিয়াকে স্থির হিসেবে পাচ্ছি। এটা আমি বাস্তবেই দেখতে পাচ্ছি। আমি এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে জোর গলায় এটা দাবি করতে পারি। কিন্তু আপনি কিসের ভিত্তিতে পৃথিবীকে বলাকার ও ঘূর্ণায়মান দাবি করবেন? না আপনি কখনো বাস্তবে পৃথিবীকে বলাকার হিসেবে দেখেছেন? না আপনি কোনোদিন পৃথিবীর ঘূর্ণয়নকে অনুভব করেছেন। আপনার ভিত্তি হচ্ছে কল্পনা। আপনি বলছেন দুনিয়া বলাকার এবং তীব্রগতিতে ঘুরছে, কিন্তু আমরা তা বুঝিনা।

সুতরাং বলাকার পৃথিবী তত্ত্ব অনুযায়ী, বিষয়টা এমন। আমরা যদিও নাগরদোলাকে ঘুরতে দেখছি। আসলে নাগরদোলা ঘুরছেন, আমরাই ঘুরছি। আমাদের মাথাই ঘুরছে।

আজ অপবিজ্ঞানের কারণে আমাদের মাথা এতটাই নষ্ট হয়েছে যে, বাস্তবতাকেও উপলব্ধি করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।



My imagination vs reality.

পৃথিবী কয়বার উল্টো ঘুরবে???

এখনো সময় আছে, সমতল পৃথিবীকে বুঝে নিয়া নয়তো শুধু ঘুরতেই হবে। ঘুরতেই হবে। নাসাও ঘুরবে, আপনিও ঘুরবেন। আজীবন শুধু ঘুরতেই থাকবেন।

এখন পশ্চিমের সূর্যোদয়ের সাথে মিলিয়ে ওরা পৃথিবীকে উল্টো ঘুরানো শুরু করেছে। আপনিও সেটাকে সমর্থন তো করছেনই, আবার প্রচারও করছেন।

এই সূর্যই তো আবার পূর্ব থেকে উঠবে। তখন ওরা পৃথিবী কে আবারো ঘুরাবে। তখন কি করবেন?? অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেই থাকবেন?? সেটাও প্রচার করবেন??

আর কতকাল নাসার অন্ধভক্ত হয়ে থাকবেন?? চোখ খুলুন, বাস্তববাদি হন। সত্যকে খুঁজে বের করুন।

আল্লাহর রাসুল (স) বলেছেনঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে। ব্যাস, এটাই সত্য। পৃথিবী উল্টো ঘুরবে, এ কথা বলেন নি। সুতরাং আল্লাহর রাসুলের (স) কথা মেনে নিয়া।

পৃথিবী উল্টো ঘুরবে না। সূর্যই পশ্চিম দিক থেকে উঠবে, ইনশায়াল্লাহ। কারণ সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট। এবং চলমান। আর পৃথিবী সমতলে বিছানো ও স্থির।



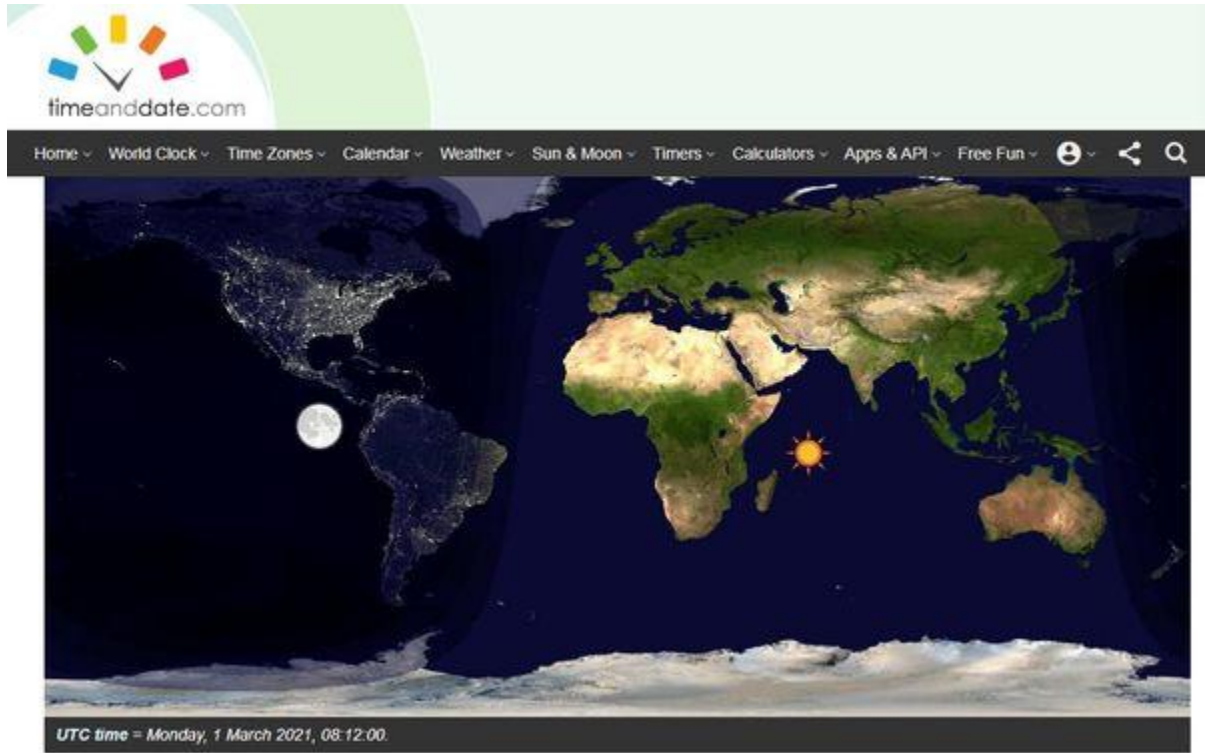
সমতলে বিছানো দুনিয়ায় চাঁদ ও সূর্য:

সমতলে বিছানো পৃথিবীতে দিন ও রাতকে কত সুন্দর করে বুঝা যায়। এবং এটাও বুঝা যায় যে বলাকার পৃথিবীতে এটাকেই ধোঁকার মাধ্যমে বুঝানো হয়।

প্রতিদিনের চাঁদ সূর্যের অবস্থান নিচের দেয়া লিংক থেকে দেখতে পারবেন
ইনশাআল্লাহ

<https://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html...>

আরো দেখুন ওখানেও চাঁদ ও সূর্যকে পৃথিবী থেকে ছোট দেখানো হয়েছে।



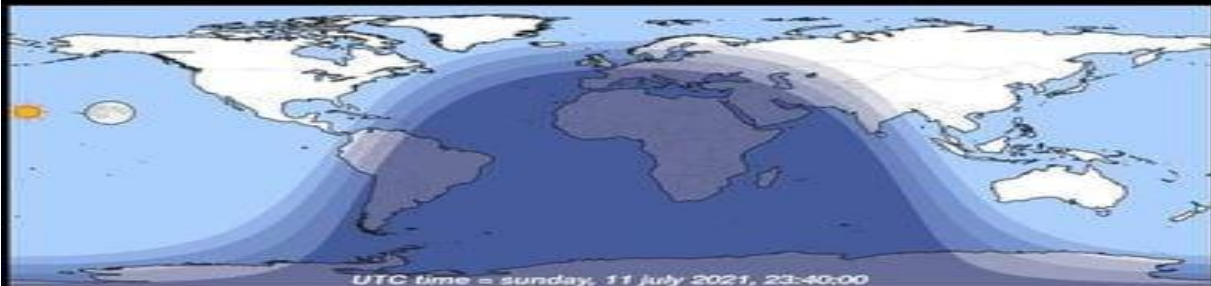
Day and Night World Map

The map shows day and night on Earth and the positions of the Sun (subsolar point) and the Moon (sublunar point) right now.

Map Satellite

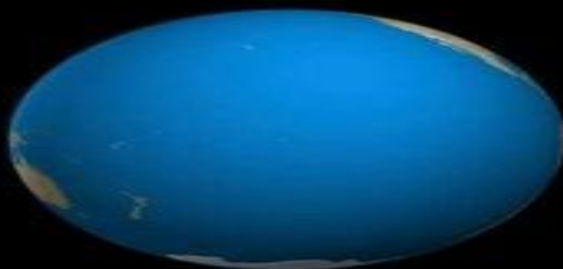


THE DAY AND NIGHT WORLD MAP DEBUNKS THE GLOBE:



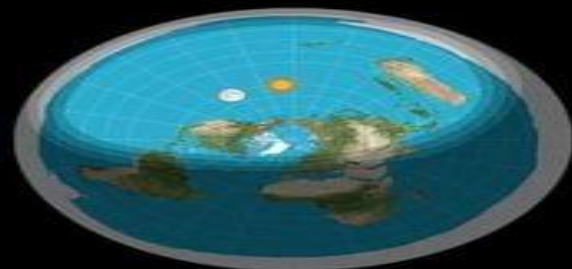
UTC time = sunday, 11 july 2021, 23:40:00

AS YOU CAN SEE THE ENTIRE UNITED STATES, AUSTRALIA, CHINA, ALMOST ALL RUSSIA AND THE ENTIRE PACIFIC OCEAN ARE FULLY ILLUMINATED.



TOTAL FAILURE ON THE GLOBE.

#TheGlobeIsFake



100% CORRECT ON THE FLAT EARTH.

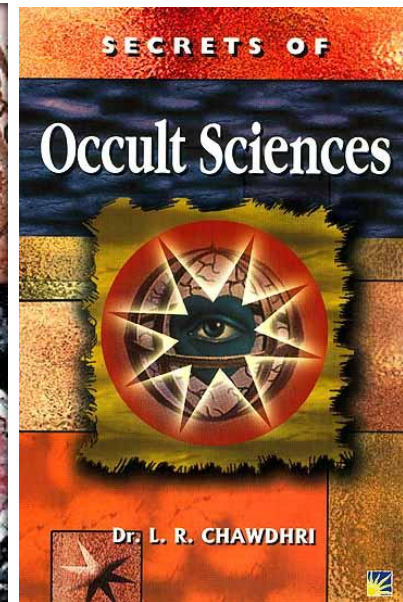
#ResearchFlatEarth

সমতল পৃথিবী ও অপবিজ্ঞান সম্পর্কে আগে নিজে ভালো করে জানুন:

অনেক ভাই সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী সম্পর্কে জানার পর অন্যদের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাদেরকেও এটা বুঝানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন ওই সমস্ত অপবিজ্ঞানপ্রেমীরা এমন এমন প্রশ্ন করে যে, নতুন জ্ঞান অর্জনকারী ভাইয়েরা দ্বিধায় পরে যায়।

তাই আমি বলবো, আগে আপনারা নিজেরা খুব ভালো করে এই ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করুন। কমপক্ষে ১ বছর সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী ও অপবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করুন, প্রচুর ঘাটাঘাটি করুন। নিজে বিষয়গুলো ভালো করে বুঝুন। এরপর অন্যকে বুঝানোর কাজ হাতে নিন। তার আগে নয়। নয়তো আপনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে নিজেই বিভ্রান্তি ও পেরেশানিতে পড়ে যাবেন।

আর তাছাড়া আমাদের সমাজে অপবিজ্ঞানের বিষাক্ত শেকড় যেভাবে গেড়ে গেছে, তা এতো সহজে উৎপাটন সম্ভব নয়। মানুষ এখন কুরআন হাদিসের চেয়েও অপবিজ্ঞানকে বেশি বিশ্বাস করে নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং আগে নিজের ঈমান, আকিদা ও ইলমকে মজবুত করুন। তারপর অন্যের দ্বায়িত্ব নিয়েন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।



সূর্য, পৃথিবী থেকে ছোট:

إِذَا غَرَبَت تَّقَرُّضُهُمْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ
لِلَّهِ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَلَئِنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا يُّضِلُّ

তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে
চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ
তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ
যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি
কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। [সূরা কা'হফ ১৮:১৭
]

সূরা কাহাফ ও সূর্য সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, সূর্য
পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। আর এটাই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত। কারণ, সূর্যকে
একটি লাইট হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। আর পৃথিবীকে বাসস্থান। লাইট কখনো
ঘরের চেয়ে বড় হয়না।

সূর্য পৃথিবী থেকে ছোট, এই কথাটি মানুষের মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়। কারণ
নাসা মানুষকে বুঝিয়ে রেখেছে সূর্য অনেক অনেক বড়। অথচ এটা একটা কুসংস্কার
ছাড়া কিছুই না। কারণ এটার কোনো ভিত্তি, প্রমাণ বা বাস্তবতা কিছুই নেই। শুধুই
কল্পনা। আর কিছু কাল্পনিক অঙ্ক।

আমরা নিজ চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি সূর্য খুবই ছোট। ইউটিউবে এ সংক্রান্ত
অনেক ভিডিও আছে দেখে নিতে পারেন। আর তাছাড়া মেঘ বা বিমান যখন সূর্যের
সামনে দিয়ে যায়, তখন ছায়া দেখেই বুঝা যায় যে সূর্য অনেক ছোট। আল্লাহ
আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন



الشمس في الواقع



الشمس في نظرية الأرض الكروية!



هل تبدو الشمس بعيدة؟



This is science

... كيف يُمكن لهذا



This is sense

أن يُنتج هذا؟! ...



NASA IMAGE

ناسا كائنات كائنات



لو كانت الصورة أعلاه حقيقية
سنرى الشمس هكذا



আপনের আকাশ

ফেসবুকে লিখা আমার কিছু ছোট ছোট আর্টিকেল বা পোস্ট:

Post-1:

যে অপবিজ্ঞানকে বুঝেছে, সে সমতলে বিছানো পৃথিবীকে বুঝেছে।

যে অপবিজ্ঞানকে বুঝেনি, সে সমতলে বিছানো পৃথিবীকেও বুঝেনি। নাসার
ধোঁকাগুলোকেও ধরতে পারেনি।

সুতরাং, তারা সারা জীবন ঘূর্ণায়মান বলাকার পৃথিবীর মতোই নাসার গোলকধাঁধায়
ঘুরপাক খেতে থাকবে। কোনোদিন এই ফাঁদ থেকে বের হতে পারবেনা।

Post-2:

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে,

তাদের বলবেন : "তোমরা হেরে গেছো, তোমাদের সাথে কোনো কথা নেই"।

U all R loser.

তোমাদেরকে যখন বাহাসের আহবান করা হয়েছিল, তোমরা গর্তে লুকিয়ে ছিলো।
এখন আমাদেরকে চুপ থাকতে দেখে, আবার গর্ত থেকে বের হয়েছো? লুজারের
দল?

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য বিজয়:

- January 25, 2021

https://elmpukur.blogspot.com/2021/01/blog-post_25.html

Post-3:

অদৃশ্য সহচর ক্বারীন জ্বীনকেই নিউএজার, থিওসফিস্ট অন্যান্য স্পিরিচুয়ালিস্টরা
'inner energy' / 'inner spirit' / 'goddess' / 'higher
consciousness' / 'inner adviser' / 'higher self' / 'angelic
being' / 'chii' সহ আরো বিভিন্ন নাম দিয়েছে।

আর ক্বারীন জ্বীনদের মধ্যে শক্ত নেটওয়ার্ক আছে। আমি ওদের পরস্পরের
সম্পর্কএর জালকে কোন নেটওয়ার্ক হটস্পটের সাথে তুলনা করি।

প্রত্যেকেই একেকটি রাউটার- এক্সেসপয়েন্ট বা এক্সটেন্ডারের মত কাজ করে। এরা
পারস্পারিক তথ্য আদান প্রদানে সাহায্য করে।

(Collected)

Rooh Maahmood: কারীন জ্বীন নিয়ে গবেষণা করলে আরো অনেক আজব
আজব তথ্য পাবেন। সুতরাং গবেষণা করে দেখতে পারেন।

Post-4:

ইসলাম যখন জান্নাতের কথা বলে। নাস্তিকদের পক্ষে এটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়।
কিন্তু একই কথা যখন অপবিজ্ঞানীরা বলে, আর নাম দেয় another world (অন্য
পৃথিবী)। তখন তারা এটা খুব গর্বের সাথে মেনে নেয়।

আসলে নাস্তিকদেরকে সব কিছুই মানানো যাবে। শুধু সেগুলোকে অপবিজ্ঞানের
খোলসে ভরে, একটা অপবৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে দিলেই হবে। সব বিনা যুক্তিতে মেনে
নিবো।

Post-5:

আধুনিক ও কথিত স্বাধীন নারীরা, তাদের স্বামীর দুই একটা বকা সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু তার পুরুষ বসের শত শত গালিকে হাসি মুখে মেনে নেয়। এমন কি অনেক অযৌক্তিক অপমানকেও মুখ বুজে সহ্য করে।

অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে বসের সব হুকুম মাথা পেতে মেনে নিয়ে যথাসময়ে করে দেয়। কিন্তু স্বামীর হুকুম মানতে গেলে, তাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। হে বোন, নিজের স্বামীর ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল হন।

Post-6:

বাংলাদেশের নাস্তিকেরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেনা। অথচ ওদের সবার নাম ইসলামী। এটা কেমন প্যারাডক্স?

ওরা যেহেতু কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেনা, সেহেতু ওদের এমন নাম রাখা উচিত, যেটা কোনো ধর্মের সাথে মিলবেনা।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নাম রাখতে হবে। যেমন হোমো সাপিয়েন্স,

এলি কার্টন,

মি: পায়খানা,

বিষাক্ত জীবাণু ইত্যাদি।

আবার নাস্তিকেরা নবী রাসূল এবং কোরান হাদীসকে বিশ্বাস করে না . অথচ এরিস্টটল, প্লেটো দেরকে বিশ্বাস করে. আর তাদের কিতাব গুলোকে ওহীর মতো ঠিকই মেনে চলে . বানরের দলেরা যে মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়ে গেছে অনেক আগেই, তা বুঝতেই পারেনা.

উপসংহার:

কিতাবটা পড়ে আপনাদের কতটুকু ভালো লেগেছে, জানিনা. তবে আমি এই কিতাবটা বানিয়ে তৃপ্তি পাইনি. একেতো সময়ের অভাবে সুন্দর করে সাজাতে পারিনি. তার উপর পুরান ফেসবুক পোস্ট আর কিছু ছবি দিয়ে টেনে হিচড়ে ১০০ পৃষ্ঠা বানিয়ে ফেললাম. আবার আমি যেই ব্রাউজার দিয়ে বাংলা লিখি সেটা সমস্যা করছে. তাই সঠিকভাবে লিখতেও পারিনি. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এই লিখাতে দারির জায়গায় ফুলস্টপ দেয়া আছে. এটা ওই সমস্যার কারণেই. সব মিলিয়ে আপনাদের আশানুরূপ একটি কিতাব উপহার দিতে না পারায় আমি ক্ষমাপ্রার্থী. সব ভুল গুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি. আর আপনাদের দোয়ায় আমাকে রাখবেন, ইনশাআল্লাহ. সেই কামনায় এখানেই শেষ করছি. জাযাকুমুল্লাহু খাইর.

১ম খন্ডের লিংক:

<https://drive.google.com/file/d/1dxawRORwKTBU3MLa1H7YCOAYONjjLBph/view?usp=sharing>

-The End-